CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-100 ■ 15 January, 2025 ■ আগরতলা ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তর্পণ...

ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের ১৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস

আইএমডি ভারতের বৈজ্ঞানিক যাত্রার প্রতীক হয়ে উঠেছে ঃ মোদী

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) ।। আইএমডি শুধুমাত্র কোটি কোটি ভারতীয়দের সেবাই করেনি, বরং ভারতের বৈজ্ঞানিক যাত্রার প্রতীক হয়ে উঠেছে। আইএমডি-র ভূয়সী প্রশংসা করে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের ১৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী আইএমডি-র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এবং বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মহাসচিব সেলেস্ট সাওলোও, আইএমডি-র ডিজি ডঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র প্রমুখ। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের ১৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধানমন্ত্রী মোদী স্মারক মুদ্রা এবং ভিশন ডকুমেন্ট "ভিশন ২০৪৭" প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, 'আমরা ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের ১৫০ বছর উদযাপন করছি। এটি শুধু ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের যাত্রা নয়, এটি আমাদের ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যাত্রাও। বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে গবেষণা এবং উদ্ভাবন নতুন ভারতের মেজাজের অংশ। তাই, গত ১০ বছরে আইএমডি-র পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তিও অভূতপূর্বভাবে প্রসারিত হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'ভারতকে জলবায়ু-স্মার্ট দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা 'মিশন মৌসুম'ও চালু করেছি। মিশন মৌসম একটি সুস্থায়ী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাঙ্গ হল ৪৩তম আগরতলা বইমেলা

ডিজিটাল যুগেও বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ কমেনি ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। বর্তমান ডিজিটাল যুগে অনেকেই ভেবেছিলেন বইয়ের কদর বোধহয় কমে গেছে। কিন্তু ৪৩তম আগরতলা বইমেলা প্রমাণ করে দিয়েছে বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ মোটেও কমে নি বরং বেড়েছে। আজ হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ৪৩ তম আগরতলা বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন। তিনি বলেন, অজানাকে জানার সুযোগ ঘটে বইয়ের মাধ্যমে। পৃথিবী যতই আধুনিক হোক, বইয়ের গুরুত্ব আগে যেমন ছিল এখনও তাই আছে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে বিষয়টি প্রতিফলিত হচ্ছে। রাজ্যেও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল যুগ প্রবেশ করছে। ইতিমধ্যেই সারা রাজ্যে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। রাজ্য বিধানসভায় পেপারলেস প্রথা চালু হয়েছে। কিন্তু এসবের মাঝেও বইয়ের চাহিদা একটুও কমেনি। অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, বইমেলাকে কেন্দ্র করে অনেক গুণী মানুষের সান্নিধ্যে আসা যায়। দুর্গাপুজায় দশমীর দিন যেমন প্রত্যেকের মধ্যেই বিষাদের ছায়া দেখা যায় তেমনি বইমেলার শেষদিনেও আজ সবার মধ্যেই মন খারাপের বিষয়টি ফুটে উঠছে। এ থেকে বোঝা যায় বইমেলাকে আমরা সবাই কত আপন করে নিয়েছি। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার সমাজের সব অংশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চায়। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগামী বছরের বইমেলা আরও সার্থক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অরুনোদয় সাহা বলেন, বইমেলার কোন বিকল্প নেই। বই জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক নরেশ চন্দ্র দেববর্মা বলেন, আগরতলা বইমেলাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের প্রকাশনা জগতে এক আমূল পরিবর্তন এসেছে। সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রেও বইমেলা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ডের সম্পাদক অজিত দেববর্মা বলেন, বইমেলা আমাদের সমাজ জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে।

অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বইমেলায় একঝাঁক পুরস্কার

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ স্মৃতি পুরস্কার পেলেন চিত্রশিল্পী বরুণ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। ৪৩তম আগরতলা বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আজ বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এবারের আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে চিত্রকলা ভাস্কর্য ও ফাইন আর্টস বিভাগে বিশেষ অবদানের জন্য ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন আগরতলার বরুণ চক্রবর্তী। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বিশেষ অবদানের জন্য কালীকিঙ্কর দেববর্মা স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন আগরতলার কালীপদ ভট্টাচার্য। লোক সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য লালন পুরস্কার পেয়েছেন জিরানীয়া বেলবাড়ির বিশুরায় দেববর্মা। নাটকে বিশেষ অবদানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তরায়ণ উৎসবের উদ্বোধন

শয়তানের চক্কর থেকে দূরে থাকার সতর্কবার্তা সাংসদ বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। 'যে শয়তানের থেকে একবার মুক্তি পেয়েছেন সেই শয়তানের চক্করে যেন আর না পড়েন সেটাই লক্ষ্য রাখুন' মঙ্গলবার প্রত্যেকরায় পৌষমেলা ও উত্তরায়নের উদ্বোধনে উপস্থিত থেকে এমনভাবেই বিরোধীদের কটাক্ষ করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

বেশ কয়েকদিন ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের বেশ কিছু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। চষে বেড়াচ্ছেন গোটা রাজ্য।

আর প্রতিটি অনুষ্ঠানে বিরোধীদের একহাত নিচ্ছেন তিনি। মঙ্গলবারেও ব্যতিক্রম হয়নি। এদিন উত্তর জেলায় পৌষ মেলা এবং উত্তরায়ন উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিরোধীদের 'শয়তান' বলে কটাক্ষ করলেন তিনি।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিপ্লব কুমার দেব বলেন, গোটা ভারতবর্ষে একই কৃষ্টি সংস্কৃতি রয়েছে। বিভিন্ন নামে দেশেই বিভিন্ন রঙে এই সংক্রান্তি পালিত হচ্ছে। কিন্তু বিরোধীরা বলেছিল ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি এক নয়।

তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে আরো বলেন, যে শয়তান থেকে একবার মুক্তি পেয়েছেন সেই শয়তানের চক্করে যেন আর না পড়েন। এদিন নাম না করে বামেদের চাচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন তিনি।

রাজ্যের প্রথম মূক ও বধির বিদ্যালয়টি ধ্বংসের পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ জানুয়ারি ।। প্রশাসনিক অবহেলা ও চক্রান্ত রাজ্যের প্রথম স্থাপিত মূক ও বধির বিদ্যালয়টি আজ ধ্বংসের মুখে। ১৯৭৮ সালে গড়ে উঠে মুখ ও বধিরদের জন্য বিদ্যালয়টি। প্রথমে ছিল রাম ঠাকুর আশ্রমের কাছে। পরে নিজস্ববাড়ীতে উঠে আসে। মডেল স্কুল সংলগ্ন স্থানে। সম্পুর্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এক সমাজসেবী ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মুক ও বধিরদের পড়াশোনার কথা চিন্তা করে বিদ্যালয়টি ৫৪ বছর আগে গড়ে তুলেন। পরে কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যালয়টিকে সাহায্য সহযোগিতা করেন। এখনো ও বছর বছর কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যালয় পরিচালনায় জন্য আর্থিক সাহায্য করে থাকেন। দিল্লি থেকে ফান্ড এলে বিদ্যালয়টি চলে। নতুবা আর্থিক অভাবে নুইয়ে পড়ে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম।

সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের কুমারঘাট অফিসের এক সমাজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই বাইকের সংঘর্ষ আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ জানুয়ারি ।। দুর্ঘটনা যেন থামার নাম নিচ্ছে না। মকর সংক্রান্তির দিনেও আরো একটি ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই যুবক। আর সেখানেও ভিলেন বেপরোয়া গতি। দুই যুব বাইক আরোহীর অত্যাধিক গতিতে থাকার কারণে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই বাইক চালকই গুরুতর ভাবে আহত হয়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশালগড় করইমুড়া সড়কে টিআর ০৭ এ ৮৯১৮ নাম্বারের বাইকের সঙ্গে টিআর ০৭ জি ৪৯২৪ নাম্বারের বাইকের মুখামুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে গুরুতর আহত হয় দুই বাইকের চালক মহম্মদ ইফরান ও রিমন খান। উভয়ের পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। তাদের রেফার করা হয় জিবিপি হাসপাতালে। তবে রেফার ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে ঝামেলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে পুড়ল মুরগির ফার্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ জানুয়ারি ।। আবারও নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় একটি মুরগির ফার্ম। গতকাল রাত আনুমানিক ১২ টা নাগাদ হঠাৎ করে কৈলাসহর টিলাগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আহমেদ আলীর মুরগির ফার্মে হঠাৎ করে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে। প্রতিবেশিরা হঠাৎ করে দেখতে পান আহমেদ আলীর মুরগির ফার্মে আগুন। পাশাপাশি উনার বাড়ির উঠানের মধ্যে মজুদ করা কিছু খরও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এলাকাবাসী শত চেষ্টা করেও আগুন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আলপনা গ্রামে পৌষ পার্বণ উৎসব

গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে ঃ রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি ।। লক্ষামুড়ার আলপনা গ্রামে আজ থেকে দু'দিনব্যাপী পৌষ পার্বণ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উৎসবের উদ্বোধন করেন তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মা। উৎসবের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, আলপনা গ্রাম আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতির পরম্পরার ধারক ও বাহক। আলপনা গ্রামের কথা এখন রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেছে। আলপনা গ্রাম সৃষ্টিতে সংস্কার ভারতী-ত্রিপুরা প্রান্তের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, পৌষ সংক্রান্তি আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন আলপনা গ্রাম ত্রিপুরার গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশে আগামীদিনে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর মিত্রারাণী দাস মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহঅধিকর্তা মনোজ দেববর্মা প্রমুখ। অতিথিগণ আলপনা গ্রামের প্রতীক নটরাজের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। উল্লেখ্য, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং সংস্কার ভারতী-ত্রিপুরা প্রান্তরের সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে আলপনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী তিনটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মকর সংক্রান্তিতে মহাকুম্ভে সাড়ে ৩ কোটির বেশি ভক্তের পুণ্যস্নান

প্রয়াগরাজ, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.) ।। কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে ভক্তদের ভিড় মহাকুম্ভের প্রয়াগরাজে। শীতকে উপেক্ষা করেই ভোর থেকে ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃত স্নান করেন ভক্তরা। জানা গেছে, এদিন মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেছেন সাড়ে ৩ কোটির বেশি ভক্ত।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানান, সমস্ত শ্রদ্ধেয় সাধক, ভক্তদের আন্তরিক অভিনন্দন যারা বিশ্বাস, সাম্য এবং ঐক্যের মহাসমাগম "মহাকুম্ভ-২০২৫" প্রয়াগরাজ-এ মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পবিত্র সঙ্গমে বিশ্বাসের পুণ্যস্নান করেছেন। আজ, প্রথম অমৃতস্নান উপলক্ষে, সাড়ে ৩ কোটিরও বেশি শ্রদ্ধেয় সাধক ও ভক্তরা ত্রিবেণীতে স্নানের পুণ্য লাভ

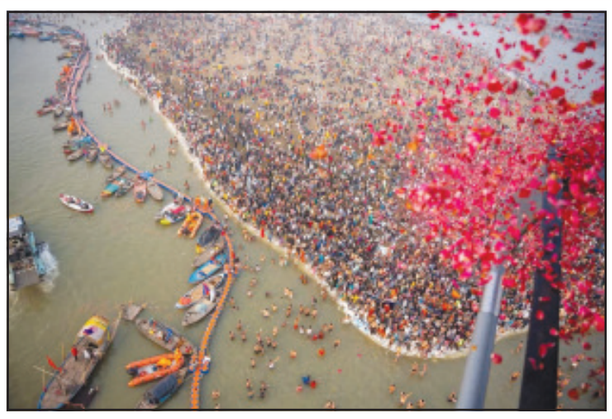

করেছেন। প্রথম অমৃতস্নান সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সমস্ত শ্রদ্ধেয় আখড়া, মহা কুম্ভমেলার প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, স্যানিটেশন কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, নাবিক এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের সমস্ত বিভাগকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, এদিন সকাল ৭টায় বিভিন্ন আখড়ার সাধু-সহ প্রায় ৯৮ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ গঙ্গা, যমুনা এবং পৌরাণিক সরস্বতী নদীর ত্রিবেণী সঙ্গমে 'অমৃত স্নান' করেন। সকাল দশটা পর্যন্ত পুণ্যস্নান করেছিলেন ১ কোটি ভক্ত, সাড়ে দশটা পর্যন্ত সেই সংখ্যা ছিল ১.৩৮ কোটি। বিকাল ৩টায় সেই সংখ্যা বেড়ে হয় আড়াই কোটি। আর শেষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
১ মাঘ, বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

লিভ ইন , ব্যভিচার বাড়িতেছে

লিভ ইন সম্পর্কে বৈধতা দেওয়ার ফলশ্রুতিতে দেশে ব্যভিচার মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সনাতন সমাজব্যবস্থায় এটি ভয়ংকর প্রবণতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইনি সংস্থানের দোহাই দিয়া অনেকেই এই ধরনের কাজ কর্মে প্রতিনিয়ত লিপ্ত হইতেছেন। সমাজ ব্যবস্থায় এর ভয়ংকর প্রভাব পড়িতেছে। বহু সোনার সংসার ভাংগিয়া চোরমার হইয়া যাইতেছে। দেশের আইনে লিভ ইন সম্পর্কে বৈধতা দেওয়া হইলেও ইহা পুনর বিবেচনা করা জড়িয়ে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। একই সাথে লাভ মেরেজ সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করিতেছে।

লিভ ইন সম্পর্কের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের কথা বলিলেন হরিয়ানার বিজেপি সাংসদ ধরমবির সিং। লোকসভায় লিভ ইনকে তিনি ”ভয়ঙ্কর অসুখ”- এর সঙ্গে তুলনা করেন। ”লিভ ইন সম্পর্ক আসলে ভীষণ খারাপ রকমের একটা রোগ। অবিলম্ব সমাজ থেকে নির্মূল করা দরকার। শুধু লিভ ইন সম্পর্কই নয়, প্রেমের বিয়েতে বিবাহবিচ্ছেদের হার বেশি। বর, কনের বাবা-মায়ের মত থাকা উচিত তাঁহাদের ছেলের-মেয়ের কোনও প্রেমের সম্পর্কে জড়াইয়া থাকিলে।ভারতীয় সংস্কৃতি ”বসুধৈব কুটুম্বকম” (বিশ্ব একটি পরিবার) এবং ভ্রাতৃত্বের দর্শনের জন্য পরিচিত। আমাদের সামাজিক কাঠামো বিশ্বের অন্যদের থেকে আলাদা। বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের ঐক্য দেখে সমগ্র বিশ্ব মুগ্ধ।” বহুকাল ধরিয়াই দেখাশোনা করিয়া বিয়ে দেওয়ার রীতি ভারতে রহিয়াছে। এখনও বহু পরিবার, বাবা-মায়েরা তাঁদের সন্তানদের দেখাশোনা করিয়া বিয়ে দিতেই পছন্দ করে। তবে আজকাল দেখাশোনা করিয়া বিয়ে হইলেও দুই পক্ষেরই সামাজিক এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এবং পছন্দের পাশাপাশি পারিবারিক রীতিনীতিকেও মান্যতা দেওয়া হয়। ”বিয়ে একটি পবিত্র সম্পর্ক, সাত জন্মের বন্ধন। ভারতে বিবাহ বিচ্ছেদের হার প্রায় ১.১ শতাংশ। অন্যদিকে আমেরিকায় বিবাহ বিচ্ছেদের হার ৪০ শতাংশ। এটি লক্ষ্যণীয়, দেখাশোনা করে বিয়েতে বিবাহবিচ্ছেদের হার কম। সম্প্রতি বাড়িয়াছে বিবাহ বিচ্ছেদের হার। এর প্রধান কারণ হইল প্রেমের বিয়ে। লাভ ম্যারেজে বিচ্ছেদের হার বেশি। তাই এমন একটা নিয়ম চালু করা হোক, যেখানে লাভ ম্যারেজের সময় ছেলে—মেয়ে দু”জনেরই পিতা, মাতার সম্মতি বাধ্যতামূলকভাবে নেওয়া হইবে। অভিভাবকদের সম্মতি ছাড়া বিবাহ করা যাইবে না। লাভ ম্যারেজে গোত্রের তোয়াক্কা করা হয় না, যাহার জেরে গ্রামে দ্বন্দ্ব হয়, আর তাহার ফল ভুগিতে হয় পরিবারগুলিকে।

সম্প্রতি দেশে লিভ ইন প্রবণতা বাড়িয়াছে। এটা একটা ভয়ঙ্কর অসুখের মত। এর ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ছে সমাজে। এই ধরনের সম্পর্কগুলো আসিয়াছে পশ্চিমী দেশগুলি থেকে। বর্তমানে ভারতীয় সমাজেও ঢুকে পড়িতেছে লিভ ইন সম্পর্কের জাল। এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। ”লিভ ইন সম্পর্কে শুধু আমাদের সংস্কৃতিই নষ্ট হইতেছে না, সমাজে খারাপ মনোভাব ও ঘৃণাও ছড়াইয়া পড়িতেছে। এভাবে চলিতে থাকিলে আমাদের সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটিবে। আমাদের সঙ্গে অন্যদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকিবে না। লিভ-ইন সম্পর্কের বিরুদ্ধে একটি আইন করা হোক যাহাতে এই বিপজ্জনক রোগটি সমাজ থেকে নির্মূল করা যায়।

সামাজিক মাধ্যমে পিঠে-পায়েসের শুভেচ্ছা মমতা-অভিষেকের

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): রাজ্যবাসীকে পিঠে-পায়েসের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শাসকদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তাঁদের সামাজিক মাধ্যমে উঠে এসেছে আমবাঙালির প্রিয় পিঠে পার্বণের ছবি।

মাটির থালায় সাজানো পাটিসাপ্টা, পায়েস, একদিকে সেদ্ধ পুলি, আরেকদিকে ভাজা পুলি। ভোজনরসিকদের কাছে একেবারে কাঙ্ক্ষিত ছবি। মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে সেই ছবি তুলে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফেসবুক পোস্টে এভাবেই তিনি পৌষ সংক্রান্তি উদযাপন করেছেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক্সবার্তায় সেই পিঠে-মাহাত্ম্যই উঠে এসেছে। সূর্যের সোনালি আলো উষ্ণতা ছড়াক, পিঠে-পাটিসাপটা, নলেন গুড়ের মিষ্টি সুবাসে ভরে উঠুক ঘরদোর — এভাবে মকর সংক্রান্তিতে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে নবান্নের কথাও উল্লেখ করেছেন। নতুন ফসল তোলার মরশুমে একতা আর পারস্পরিক প্রীতি সুদিনের সূচনা করুক, আশীর্বাদপ্রাপ্ত হোক সকলে।

স্যালাইন-কাণ্ডের তদন্তে হাসপাতালে সিআইডি

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এক প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। অভিযোগ, নিম্নমানের স্যালাইন দেওয়া হয়েছিল প্রসূতিদের। সেই ঘটনার তদন্তে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে সিআইডির একটি দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল হাসপাতালে পৌঁছয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন সিআইডি আধিকারিকেরা। জানা গিয়েছে, খড়গপুর থেকে প্রতিনিধি দলটি হাসপাতালে গিয়েছে। সিআইডি-র আরও একটি দলও তদন্ত করতে হাসপাতাল যাবে। ডিএসপি পদমর্যাদার এক আধিকারিকের নেতৃত্বে সেই দল তদন্ত করবে বলে জানা গিয়েছে।

তদন্তের স্বার্থে কলকাতা থেকে এক আধিকারিক খড়গপুর পৌঁছেছেন। সিআইডির দল প্রথমেই মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ মৌসুমী নন্দী এবং সুপার জয়ন্ত রাউতের সঙ্গে কথা বলছে। খতিয়ে দেখছে যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথি।

নিয়োগ সংক্রান্ত ইডির মামলায় বিচার শুরু হল পার্থ এবং অন্যদের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হল মঙ্গলবার থেকে।

বিচার ভবনে গোটা বিচারপর্ব চলছে একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে (ইন ক্যামেরা)। যেখানে বাইরের কারও প্রবেশাধিকার নেই। এই মামলায় আগে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের বয়ান সংগ্রহ করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সেই মতো বিচার ভবন থেকে ইডির কাছে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের নামের তালিকা চাওয়া হয়।

প্রাথমিকভাবে তিন জন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর নাম আদালতে জমা দিয়েছে ইডি। সেই মতো মঙ্গলবার বিচার ভবনে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর বয়ান সংগ্রহ শুরু হয় রুদ্ধদ্বার এজলাসে। বিচার প্রক্রিয়া ‘ইন ক্যামেরা’ (রুদ্ধদ্বার কক্ষে) চলার কারণে, কোন কোন সাক্ষীকে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর তালিকায় রাখা হয়েছে, তা প্রকাশ করা হয়নি।

মানিকচকে পৌষ সংক্রান্তিতে পুণ্যার্থীদের ভিড়

মানিকচক, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): ”সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার”এই প্রবাদকে স্মরণ করে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে মানিকচকের গঙ্গাঘাটে পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মানিকচক—সহ পার্শবর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। গঙ্গায় পুণ্য স্নান করে পুজো করেন তাঁরা।

যাঁর রাজা হওয়া হয়ে ওঠেনি

পরাগ রঞ্জন দত্ত

আমার এই প্রতিবেদনে এমন একজনের কথা বলব যিনি মানিক্য পদবিধারী না হয়েও ছিলেন ত্রিপুরার রাজবংশেরই একজন আর যিনি ত্রিপুরার শেষ রাজা হিসেবে পরিচিত হলেও হতে পারতেন। আমার এই লেখার প্রেরণা হঠাৎ করে আসেনি, আমি জন্মেছি আগরতলায় আর দেশভাগের সন্ধিক্ষণে আমার পূর্বজ একজনের কথা বলবো যিনি রাজপরিবারের সাথে জড়িয়ে পরেছিলেন ঐসময়।

১৯৪৭ সাল, এক অনিশ্চয়তার দোলাচলে ভুগছে দেশ। মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্য বাহাদুর তখন ত্রিপুরার সিংহাসনে। ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন এর প্ল্যান অনুযায়ী ভারত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। বঙ্গভঙ্গের সাথে সাথে ত্রিপুরার ভবিষ্যতও অনিশ্চিত। ১৪ই মে ১৯৪৭ সালে মহারাজ বীরবিক্রম মানিক্যের মৃত্যুর পর মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ত্রিপুরার রাজপ্রতিনিধি বা রিজেন্ট হিসেব রাজ্যের হাল ধরেন কারণ পুত্র কিরীটবিক্রম তখন খুব ছোট। সেই হিসেবে বীরবিক্রম কিশোর মানিক্যই ছিলেন ত্রিপুরার অন্তিম মহারাজা। জানিনা কিরীট বিক্রম ক্রাউন প্রিন্স এর মর্যাদা পেয়েছিলেন কিনা। এতো ছিল ত্রিপুরা রাজ পরিবারের শেষ অধ্যায় কিন্তু ত্রিপুরার রাজপরিবারের ইতিহাস সুপ্রাচীন। রাজমালা (ত্রিপুরা রাজাদের কালানুক্রমিক ইতিহাস)অনুসারে এক মহা মানিক্যের কথা থাকলেও রত্ন মানিক্য যিনি রত্ন ফা নামেও পরিচিত ছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দিতে মানিকরাজবংশের সূচনা করেন। সুত্র অনুসারে রত্ন ফাকে এই মানিক্য পদবি বাংলার সুলতান প্রদান করেছিলেন। মহাভারতে ত্রিপুরাকে কিরাত দেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজপরিবারের সাথে কবিগুরুর পরিচয় ও সখ্যতা অনেকদিনের। ত্রিপুরা রাজপরিবারের সদস্যরা টিবেটো বার্মান ভাষা পরিবারের কোক বরক ভাষায় কথা বলতেন। কিন্তু বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের ভালবাসা ছাড়াও রাজপরিবারের সৃজনশীলতা বিশেষ করে সঙ্গীত প্রতিভার জন্য কবিগুরু ছিলেন ত্রিপুরা রাজাদের গুনমুগ্ধ। অনেক ব্যস্ততার মাঝেও বিশ্বকবি সাত সাত বার ত্রিপুরায় এসেছিলেন। ১৯০০ সালে রবিঠাকুরের প্রথম ত্রিপুরা যাত্রা রাধাকিশোর মানিক্যের রাজত্বকালে। ত্রিপুরা রাজ পরিবারের সাথে রবি ঠাকুরের সম্পর্ক রাধাকিশোর মানিক্যের পিতৃদেব বীরচন্দ্র মানিক্যের সময় থেকে। ১৮৮১ সালে লন্ডন ভ্রমনের সময় কবিগুরুর এক দীর্ঘ গীতিকবিতা ‘ভগ্ন হৃদয়’ পড়ার পর মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য এতটাই অভিভূত হয়েছিলন যে উনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ‘শ্রেষ্ঠ কবি’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এমনকি কবিগুরুকে সম্বর্ধনা জানাতে দূত পাঠিয়েছিলেন। ১৮৮৬ সালের পয়লা মে মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্যকে লেখা তাঁর প্রথম চিঠিতে ত্রিপুরার ইতিহাসের উপাদান খুঁজতে গিয়ে রাজপরিবার সাথে তাঁর পারিবারিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের ওপর ভিত্তি করে ১৮৮৫ সালে ত্রিপুরা রাজপরিবারের ওপর তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজর্ষি ও বিসর্জন ও মুকুট নামে দুটো নাটক লিখেছিলেন। আনুমানিক ১৮৮৫ সালে লেখা নাটক মুকুট রাজা অমর মানিক্য ও বিসর্জন মহারাজা গোবিন্দ মানিক্যকে নিয়ে লেখা। কবিগুরুর স্বপ্নের বিশ্বভারতীর উন্নতির জন্য রাধাকিশোর মানিক্য প্রতিবছর ১০০০ টাকা অনুদান ধার্য্য করেছিলেন। এমনকি একবার এককালীন ৫০০০০ টাকা কবিগুরুকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কবিগুরুর দ্বিতীয়বার ত্রিপুরা যাত্রা ১৯১৯ সালে নোবেল পুরস্কার পাবার পর।

ত্রিপুরা রাজ পরিবারের কথা বলতে গিয়ে বঞ্চনার শিকার এক ভারতবিখ্যাত ব্যাক্তির কথা বলবো। ১৩ বছর ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করার পর ১৮৬২ সালে ঈশান চন্দ্র মানিক্যের পুত্রের রাজা হবার কথা ছিল কিন্তু তাঁর ভাই বীরচন্দ্র মানিক্য সিংহাসন দখল করে রাজ্যের পরবর্তী রাজা হন। উজ্জয় প্রাসাদের(রাজ পরিবারের বাসভবন) এক কর্মকর্তা শ্রী কৈলাশ সিংহের পরামর্শে ঈশান মানিক্যের সন্তানরা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির টিপরাহ জেলার কুমিল্লায় চলে আসেন। ত্রিপুরা রাজ সিংহাসনের এক প্রকৃত দাবিদার ঈশান চন্দ্র মানিক্য দেববর্মনের নির্বাসিত দ্বিতীয় পুত্র মহামান্যবর নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মনের কনিষ্ঠ পুত্র বঞ্চনার শিকার হয়ে রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর অবস্থান হারিয়ে ফেলেছিলেন। নবদ্বীপচন্দ্র ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন জ্জ তাঁর মা ছিলেন মনিপুর রাজকন্যা রানী কেশম চানু জাতিশ্বরি। ১৯২৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্মনকে মহামান্যবর উপাধি প্রদান করা হয়। নবদ্বীপচন্দ্রের পিতা স্বয়ং তিন মেইতেই রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। এই সুত্রে হয়ত বলা বাহুল্য হয়ে যাবেনা যে ঈশান চন্দ্র ও নবদ্বীপচন্দ্র দেব বর্মন ছাড়াও শিখেছিলেন ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে আরো মেইতেই বা মনিপুর রাজকন্যার কাহিনী আমরা জানতে পারি। মনিপুর রাজ্যের নিংথৌজা রাজবংশের সাথে মানিক্য রাজবংশের এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ত্রিপুরী রাজারা শুধু মেইতেই রাজকন্যাদেরই নয় মেইতেই সম্প্রদায়ের সাধারণ পরিবারের আরও অনেক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। ত্রিপুরী সমাজের অবদানের জন্য মেইতেই রানীদের স্মরণ করা হয়। ত্রিপুরী রাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের সবচেয়ে প্রিয় রানী ছিলেন রাজকুমার কুলেন্দ্রজিতের কন্যা খুমান চানু মনমোহিনী দেবী। তিনি ছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রী রানী নিংথেম চানু ভানুমতির কন্যা। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি মহারাজকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি একজন রাজকীয় ফটোগ্রাফার হয়ে ওঠেন এবং রাজপ্রাসাদে ফোটোগ্রাফি প্রদর্শনের পর্যন্ত আয়োজন করেছিলেন যেখানে মহারাজা বীরচন্দ্র ও মনমোহিনী দেবীর ছবি প্রদর্শিত হয়। দ্য জার্নাল অফ দ্য ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া- মে ১৮৯০ ইস্যুতে ‘আগরতলার প্রাসাদের ক্যামেরা ক্লাব’ শিরোনামে তাঁদের ফটোগ্রাফের উল্লেখ করা হয় এবং লেডি মনমোহিনী দেবীকে ভারতের প্রথম মহিলা ফটোগ্রাফার হিসেবে বিবেচিত হোন। রাজা বীরেন্দ্রকিশোর দশজন মেইতেই মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন তবে তাদর কাউকেই মহারানীর মর্যাদা দেওয়া হয়নি। নবদ্বীপচন্দ্র মনিপুরের রাজকন্যা নির্মলা দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। সব মেইতেই রাজকন্যা কিন্তু আগরতলার রাজপ্রাসাদে পা রাখেননি। কারণ রাজ্যের প্রথম রাজধানী ছিল উদয়পুর যা রাঙামাটি নামেও পরিচিত ছিল। ১৭৬০ সালে মহারাজা কৃষ্ণ মানিক্য বাহাদুর রাজধানী উদয়পুর থেকে পুরনো আগরতলায় স্থানান্তরিত করেন, সে সময় যার নাম ছিল পুরান হাভেলি। ১৮৩৮ সালে রাজধানী বর্তমান আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়।

ত্রিপুরা রাজ পরিবারেই এক সদস্য যিনি ত্রিপুরার সিংহাসনে বসতে পারতেন তাঁর জন্ম ১৯০৬ সালের পয়লা অক্টোবর কুমিল্লার টিপরাহ প্যালেসে। এই ভারতবিখ্যাত ব্যক্তি আর কেউ নন, ইনি প্রখ্যাত সুরকার ও গায়ক কুমার সচিন দেব বর্মন, সচিন কর্তা বা বর্মনদাদা নামেই ভুভারতে পরিচিত ছিলেন সঙ্গীত প্রেমীদের কাছে। একদিকে হয়ত ভালই হয়েছিল সেদিন। যে অননুকরণীয় গায়কী ঢং ও অপূর্ব সুরের মায়াজাল বিস্তার করে কয়েক যুগ ধরে ভারতবাসীকে মাতিয়ে রেখেছিলেন সেটা তো আমরা হারাতাম। উনি নিজেই ছিলেন ওঁর তুলনা। সচিন কর্তার বাবা নবদ্বীপ চন্দ্র প্রখ্যাত সেতার বাদক ও ধ্রুপদ গায়ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সচিন কর্তার প্রথম আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং পিতৃদেব নবদ্বীপচন্দ্র। প্রথম তালিম পারিবারিক সুত্রে পেলেও একটা মজার বিষয় হল উনি তাঁর পরিবারের দুই গৃহকর্মী মাধব ও আনোয়ারের কাছ থেকেও সঙ্গীত শিখেছিলেন জ্জ আনোয়ার দোতারা বাজিয়ে ভাটিয়ালি গান করত জ্জ হয়ত সেই থেকেই ভাটিয়ালির সুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সচিন কর্তা যার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই পরবর্তী সময়ে তাঁর বিভিন্ন গানের মাধ্যমে জ্জ লোকসঙ্গীতের গ্রাম্যতা ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মনোমুগ্ধকর মিশ্রন তাঁর সঙ্গীত শৈলীকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল জ্জ সচিন কর্তা তাঁর বাংলা গানের জন্য তবলা বাদক ব্রজেন বিশ্বাসের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন জ্জ এই গানগুলির জন্য ব্রজেন বাবুর তৈরী করা বিট বা থেক ছিল অসাধারণ যা অন্যদের পক্ষ্যে গাওয়া ছিল কষ্টসাধ্য জ্জ ১৯৩৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী সচিন দেব বর্মন গীতিকার ও সঙ্গীত শিল্পী মীরা দেব বর্মনের(দাসগুপ্ত)সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন জ্জ দুজনে ছিলেন দুজনের পরিপূরক জ্জ মীরা দেব বর্মনের লিরিকে সচিন কর্তা কিছু বাংলা গানের সুর বেঁধেছিলেন যার অনুরণন আজও সঙ্গীত প্রেমীদের মনকে ছুঁয়ে যায় জ্জ মীরা দেব বর্মনের কয়েকটি অনবদ্য গানের লিরিক আমাদের গ্রাম বাংলাকে চেনায় যেমন - কে যাস রে ভাটি গাঙ বাইয়া, নিটোল পায়ে রিনিক ঝিনিক, ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা পান খাইয়া যাও, শোনো গো দখিন হাওয়া প্রেম করেছি আমি, বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে হৃদয়ে দিয়েছ দোলা প্রভৃতি গানের কথা গ্রাম বাংলার মাঠ ঘাট ছড়িয়ে ছড়িয়ে পরেছিল অনেকদুর জ্জ মীরা দেবী কিছু ছবিতে সচিন কর্তার সহকারী সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯৪৭ সালে বীরবিক্রম মানিক্য বাহাদুরের মৃত্যুর পর মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী রাজপ্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যের হাল ধরেন। কাঞ্চনপ্রভা দেবী কিন্তু মনিপুর দুহিতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন মধ্যপ্রদেশের পান্নার রাজা যাদবেন্দ্র সিংহের কন্যা। ঐ সময় সুরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ত্রিপুরা স্টেট এর দেওয়ান বা মুখ্যমন্ত্রী। সুরেন্দ্র চন্দ্রের শিকর ছিল একসময়ের ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মনবেরিয়া জ্জ ঢাকা থেকে শিক্ষা লাভের পর উনি কোলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিনান্স সেক্রেটারি হিসেবে যোগ দেন। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয়দের জন্য ওটাই ছিল সর্বোচ্য পদ। কয়েক বছর বাদে উনি একই পদে শিলং ট্রান্সফার হয়ে যান। অবসরের পর পরবর্তী কালে উনি আগরতলা চলে আসেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ফিনান্স মিনিস্টার ও পরবর্তী কালে স্টেট ব্যাঙ্ক এর জেনারেল ম্যানেজার হয়ে যান। মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্য বাহাদুরের মৃত্যুর পর উনি ত্রিপুরা রাজ্যের দেওয়ান বা মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হন। দেশ স্বাধীন হলে ত্রিপুরার ওপর একীকরণের জন্য চাপ বাড়তে থাকলে কাঞ্চনপ্রভা দেবী ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯, একীকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন এবং রিজেন্ট হিসেবে পদত্যাগ করেন। মহারানী কিন্তু ত্রিপুরার রিজেন্ট হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে ত্রিপুরার সংযুক্তিকরন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হলে এক ব্রিটিশ আইসিএস অফিসার ত্রিপুরার শাসন দেখভাল করতে এলে সুরেন দত্ত ওনার পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেন।

উপসংহারে দুটো তথ্য দিয়ে শেষ করবো। পৃথিবীবিখ্যাত লিজেন্ডারী ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকারের পিতা রমেশ তেন্ডুলকার ছিলেন বর্মনদাদার এক গুনমুগ্ধ ভক্ত। সচিন দেব বর্মনের আদ্যাক্ষর সচিন থেকেই পুত্রের নাম রেখেছিলেন সচিন। আর যে সুরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত দেশের সাথে ত্রিপুরার সংযুক্তিকরণের সময় রাজপরিবারের সাথে ছিলেন তিনি ছিলেন আমার পিতামহ। লেখক শিলং সেন্ট এডমান্ডস কলেজের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট এর প্রাক্তন প্রধান।

“জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রের” রাজনৈতিক গুরুত্ব কতটা

রাকিব হাসনাত

ঢাকায় ৩১শে ডিসেম্বর “জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র” প্রকাশের যে কর্মসূচি, তাকে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে “প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ” বলে মন্তব্য করায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও তাদের ঘনিষ্ঠ জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা। বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা গত শনিবার ওই কর্মসূচি ঘোষণা করেন, যে অনুষ্ঠানে “৭২এর সংবিধানের কবর রচনা” করা হবে বলে নেতৃবৃন্দ দাবি করেছেন। এদিকে, রবিবার সন্ধ্যায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের তরফ থেকে বলা হয়, ৩১শে ডিসেম্বরের কর্মসূচি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের “প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ”। এখন সরকারের দিক থেকে আসা ওই বক্তব্যে “অসন্তোষ” প্রকাশ করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা বলছেন, মঙ্গলবারের কর্মসূচিটি সরকারের সহায়তায় হচ্ছে না ঠিকই, তবে তারা মনে করেন জুলাই-অগাস্ট অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে তাদের ঘোষণাপত্রটি হবে ভবিষ্যৎ জাতীয় রাজনীতির জন্য নির্দেশক ও বিশেষ গুরুত্ববাহী। অবশ্য বিশ্লেষকরা মনে করেন, পাঁচই অগাস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগে ও পরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ওপর যে আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিলো - তাএখন বিভিন্ন কারণে কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও আন্দোলন সফল হওয়ার পাঁচ মাস পর এসে ওই আন্দোলনের ঘোষণাপত্র, বিশেষ করে দেশের সংবিধান নিয়ে যে অবস্থান প্রকাশ করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নিজেদের সংগঠিত হবার প্রয়াস বলেই মনে করছেন তারা। ফলে এমন একটি অবস্থায় এই কর্মসূচির রাজনৈতিক গুরুত্ব কতটা তা নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের মনে প্রশ্ন আছে। প্রসঙ্গত, গত পাঁচই অগাস্ট গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে “রাষ্ট্র সংস্কারের” দাবি উঠে আসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে। এজন্য কেউ কেউ সংবিধানে পরিবর্তন আনারও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বিদ্যমান সংবিধান বাতিল করে পুনর্লিখনের দাবি তোলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের গঠিত গণপরিষদ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করে। মূলতঃ সরকারি চাকরিতে কোটার বিরোধিতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে শেখ হাসিনার পতনের আন্দোলনে পরিণত হলেও, সেসময় সংবিধান পরিবর্তন বা বাতিলের বিষয়টি আলোচনা কিংবা দাবি - কোন পর্যায়েই ছিলো না। কিন্তু এটি ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস কর্তৃক গঠিত সংবিধান সংস্কার বিষয়ক কমিশনের সংবাদ সম্মেলনে, যেখানে ওই কমিশনের সদস্য মাহফুজ আলম “এক দফা ঘোষণার দিনই সংবিধান বাতিল হয়ে গেছে” - এমন মন্তব্য করার পর ছাত্রনেতাদের এমন বক্তব্য সরকারের অবস্থান রবিবার ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বলেছেন, আসছে ৩১শে ডিসেম্বর “দেশে মুজিববাদী সংবিধানের কবর রচিত হবে”, এবং “আওয়ামী লীগ দল হিসেবে অপ্রাসঙ্গিক” হয়ে পড়বে বাংলাদেশে। তারা জানান, ওইদিন ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে “জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র” ঘোষণা করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ’এই ঘোষণাপত্র পাঁচই অগাস্টেই হওয়া উচিত ছিল, না হওয়ার ফলে ফ্যাসিবাদের পক্ষের শক্তিগুলো ষড়যন্ত্র করেই যাচ্ছে। দুই হাজারের ঊর্ধ্বে শহীদ এবং ২০ হাজারের ঊর্ধ্বে আহতদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে তারা এ আন্দোলনের ‘লেজিটেমেসি’কে প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। জুলাই অভ্যুত্থান, যে গণ অভ্যুত্থানটি হয়েছে...তার মধ্য দিয়ে মানুষ ‘মুজিববাদী সংবিধানে’র বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এই যে মানুষ মুজিববাদী সংবিধানের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, তার একটি লিগ্যাল ডকুমেন্টেশন থাকা উচিত।’ তিনি আরো বলেন ’২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান ঘিরে আমাদের যে গণ-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে, “৭২ এর সংবিধানের বিপরীতে গিয়ে মানুষ যে রাস্তায় নেমে এসেছে এ অভ্যুত্থানে — সেটার প্রাতিষ্ঠানিক, দালিলিক স্বীকৃতি ঘোষণা করা হবে। আমরা ৩১শে ডিসেম্বর ছাত্রজনতার উপস্থিতিতে শহীদমিনার থেকে আমাদের “প্রোক্লেমেশন অব জুলাই রেভ্যুলেশন” ঘোষণা করবো।’ বিবিসি বাংলার খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন। ওই সংবাদ সম্মেলনের এর কয়েক ঘণ্টা পর আরেক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মো. শফিকুল আলম বলেন, এর সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তিনি বলেন, এটিকে সরকার “প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ” (বেসরকারি উদ্যোগ) হিসেবেই দেখতে চায়। ‘এটি একটি প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ। আমরা এটিকে প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ হিসেবেই দেখছি। সরকারের সঙ্গে এর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। যারা এটিকে সাপোর্ট করছেন, এটা প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভকে সাপোর্ট করছেন,’ বলেছেন তিনি। কী প্রতিক্রিয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের? বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার পর প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে একে “প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ” বলায় কর্মসূচির গুরুত্ব কমেছে কি - না, এখন সে প্রশ্নই উঠছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। এদিকে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক আব্দুল হান্নান মাসউদ বিবিসিকে বলেছেন, কর্মসূচির গুরুত্ব কমেনি, কারণ এ কর্মসূচি সরকারের সহায়তায় হচ্ছে না। তবে, সরকারের উপদেষ্টারা এ কর্মসূচিকে সরকারের ডাক বলে জানান তিনি। ‘আমরা ছাত্র জনতাকে আহবান করেছি স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নেয়ার জন্য। সরকারের কেউ এটাকে প্রাইভেট বলতে পারে না। ওনারা ‘২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছেন। তারা এভাবে বলতে পারে না। এ ধরনের অসতর্ক মন্তব্যে আমরা অসন্তোষ প্রকাশ করছি,’ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিত্র সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখপাত্র সামান্তা শারমিনও বলছেন, সরকারের দিক থেকে যে বক্তব্য এসেছে তাতে মঙ্গলবারের কর্মসূচির কোন গুরুত্ব কমেনি বরং বেড়েছে। কারণ আন্দোলনকারী ছাত্ররা নিজেরাই এটি করছেন জনগণের সমর্থন নিয়ে। ‘এটি সরকারের বিষয় নয়। এটি জুলাই অভ্যুত্থানের স্বারক ও দালিলিক প্রমাণের বিষয়। তবে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে। সে কারণে সরকারের দিক থেকে কেউ কোন অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করলে সেটা আমাদের মর্মাহত করে,’ বলেছেন তিনি। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন এ কর্মসূচিকে ঘিরে যত ধরনের বক্তব্য এসেছে সরকারসহ আন্দোলনের পক্ষে থাকা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তাতে টানাপড়েন অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কী বলছেন বিশ্লেষকেরা?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীন বলছেন, সংবিধান নিয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিএনপির বিরোধিতা স্পষ্ট। আবার সরকারের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দেখা যাচ্ছে।

‘সরকারের একজন উপদেষ্টা ৩১শে ডিসেম্বরের ডাক দিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন। আবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং বলেছে এটি প্রাইভেট উদ্যোগ। এসব কিছুই এ কর্মসূচিকে ঘিরে যে জল্পনা কল্পনা কিংবা উত্তেজনা তৈরি হয়েছিলো তা প্রশমিত করে দিয়েছে,’ বলেন অধ্যাপক নাসরীন। তার মতে, যেহেতু নিজেদের সরকারই ক্ষমতায় সে কারণে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের শহীদ মিনারে গিয়ে দাবি উপস্থাপনের গুরুত্ব হয়তো সেভাবে থাকবে না। ‘তবে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের যে আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিলো - সে জায়গা নড়বড়ে হয়ে গেছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে তারা হয়তো সেটি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে,’ বলেন অধ্যাপক নাসরীন। আরেকজন বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক মুজিবুর রহমান মনে করেন,“সংবিধানের প্রশ্নটি আন্দোলনের সময় আসেনি” এবং এমন “নতুন অনেক কিছু মানুষ এখন শুনছে” বলেই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের প্রতি যে আস্থা ও ম্যান্ডেট ছিলো সেটা কিছুটা কমছে। ‘তাদের দাবি দাওয়া তো সরকারকে দেবে। সরকার তো তাদেরই। তাহলে শহীদ মিনারে ঘোষণা কেন?,’ প্রশ্ন এই বিশ্লেষকের। ‘এরপর প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের বক্তব্যের পর তাদের বক্তব্যের মেরিট কমেছে। এখন ঘোষণাপত্রে কী থাকবে সেটা পরে জানা যাবে। কিন্তু এর মধ্যে তারা যা প্রকাশ করেছেন, সেগুলো মানুষকে খুব বেশি আকৃষ্ট করতে পেরেছে বলে হয় না,’ বলছিলেন তিনি। তবে, তাদের ঘোষণা যদি দেশকে স্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে ও জন প্রত্যাশা গণতান্ত্রিক উপায়ে পূরণের জন্য ভূমিকা রাখে - তাহলে কিছুটা হলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ঢাকায় ভারতীয় মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

ভারতের সঙ্গে আমরা মর্যাদাপূর্ণ সু সম্পর্ক চাই : প্রেস সচিব শফিকুল আলম

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের বিষয়ে বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আমরা চাই ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা আরও ভালো জায়গায় যাক। আমরা চাচ্ছি ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যেন ন্যায্যতা, সমতা এবং মর্য্যাদাপূর্ণ হয়। সেটাই আমাদের ফোকাস যাতে দুই দেশের মানুষই এর সুবিধাটা পায়। সোমবার রাতে রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে বাংলাদেশে ভারতীয় মিডিয়ায় কর্মরত ইন্ডিয়ান মিডিয়া করসপনডেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইমক্যাব) সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

শফিকুল আলম বলেন, ভারত আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী। তাদের সঙ্গে আমাদের ভাষাগত, ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিসহ অনেক সম্পর্ক রয়েছে। অনেক নদী আমরা তাদের সঙ্গে শেয়ার করি। ভারতের সঙ্গে আমাদের দ্বিপক্ষীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলো আছে, তার প্রতিটি বিষয়ই আলাপ হবে এবং প্রতিটি বিষয়ই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রেস সচিব বলেন, আপনারা ভারতীয় মিডিয়ায় কাজ করেন, আপনার সত্য সংবাদ তুলে ধরেন, আপনাদের সংবাদ প্রকাশে কোন বাধা নেই। কেউ যদি আপনাদের সংবাদ প্রকাশে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করে আমাদের জানাবেন। সংবাদের সত্যতা যাচাই করে প্রকাশ করবেন প্রয়োজনে আমাদের সহযোগীতা নিবেন আমরা সবসময় সহযোগীতার জন্য প্রস্তুত। তিনি বলেন ভারতের অনেক মিডিয়ায় ভুল সংবাদ প্রকাশ করে আপনারা সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

তিনি আরো বলেন, আমি আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই ভারতের সাংবাদিকরা বাংলাদেশে এসে পরিস্থিতি দেখে সঠিক সংবাদ প্রকাশ করুক, আমাদের কোন বাধা নেই। ভারতকে এখানে এসে সত্যতা যাচাইয়ের আহ্বান জানানো হচ্ছে, কিন্তু তারা আসছে না এ বিষয়ে নতুন করে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, আমরা তাদের আমন্ত্রণ জানাতে পারি। বলতে পারি, আসেন দেখে গ্রাউন্ড থেকে প্রতিবেদন করেন। আমরা স্বচ্ছতায় বিশ্বাস করি। সেজন্য আমরা আমন্ত্রণ করেছি। আমরা বিশ্বাস করি, গ্রাউন্ডে এলে এই অপতথ্যগুলো ভারতের মিডিয়ায় যা দেখা যাচ্ছে, তা অনেকাংশেই দূরীভূত হবে। এখন তারা পাঠাবে কিনা তাদের নিজস্ব বিষয়। অনেক গণমাধ্যম আছে মিথ্যা কাভারে বিশ্বাসী। মিথ্যা দ্রুত প্রসারিত হয়। সত্য সেভাবে নজর কাড়ে না।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপ প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার, ফয়েজ আহমেদ ও ইন্ডিয়ান মিডিয়া করসপনডেন্ট এসোসিয়েশন বাংলাদেশের সভাপতি এই সময়ের বাংলাদেশ প্রতিনিধি কুদ্দুস আফ্রাদ, সাধারন সম্পাদক প্রতিদিন টাইমস এর মাসুম বিল্লাহ, টিভি ৯ এর রাজীব খান, পিটিআইয়ের আনিসুর রহমান, ইউএনআইয়ের মীর আফরোজ জামান, প্রাগ নিউজ ও দৈনিক গণ অধিকারের বাংলাদেশ প্রতিনিধি জাকির হোসেন , ত্রিপুরা টাইমস ও দৈনিক জাগরন এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি মনির হোসেন, আমার অসমের আবু আলী, দেশের কথার রফিকুল ইসলাম সবুজ, নিখিল চন্দ্র ভদ্র।

আগামী ১৬ই জানুয়ারি ২০২৫ইং সন্ধ্যা ৬.০০ ঘটিকায় আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে আগরতলা পুর নিগমের দ্বারা আয়োজিত শারদ সম্মাননা পুরস্কার বিতরণী নিম্নে নির্বাচিত অনুষ্ঠানে ক্লাব/সামাজিক সংস্থা/পূজা কমিটিকে শারদ সম্মান ২০২৪ইং প্রদান করা হবে।

সম্পূর্ণ পুর এলাকায় সেরার সেরা এবং সেরা ক্লাবগুলি হল ঃ

	ক্যাটাগরি	ক্লাব সামাজিক সংস্থা পূজা কমিটির নাম	ঠিকানা
সেরার সেরা	সেরা প্রতিমা	ফ্লাওয়ার্স ক্লাব	মঠ চৌমুহনী, আসাম আগরতলা রোড
	সেরা মন্ডপ	নেতাজি প্লে-ফোরাম সেন্টার	(নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন প্লে-গ্রাউন্ড
	সেরা আলোকসজ্জা	এগিয়ে চলো সংঘ	এইচ জি বি রোড
	সেরা থিম	যুব সমাজ ক্লাব	জয়নগর
	মহিলাদের দ্বারা আয়োজিত সেরা দুর্গাপূজা	মুক্তি সংঘ	রামনগর ৫-৬ মেইন রোড অপজিট টু ব্যাংক অফ বরোদা রামনগর ব্রাঞ্চ)
সেন্ট্রাল জোন	সেরা প্রতিমা	সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা	(শান্তিপাড়া)
	সেরা মন্ডপ	ছাত্রবন্ধু ক্লাব	ওয়ার্ড নং-১৬
	সেরা আলোকসজ্জা	ঐক্যতান যুব সংস্থা	
	সেরা থিম	ব্লাডমাউথ ক্লাব	
পূর্ব জোন	সেরা প্রতিমা	স্ফুলিঙ্গ ক্লাব	গণরাজ চৌমুহনী, ওয়ার্ড নং-২১
	সেরা মন্ডপ	রামঠাকুর সংঘ	এমজি বাজার ওয়ার্ড নং-২১
	সেরা আলোকসজ্জা	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব	গেদু মিয়া মসজিদ, রোড ওয়ার্ড নং-২১
	সেরা থিম	লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার	গ্লালস বোধজং নিকট পন্ড, ওয়ার্ড নং-২১
উত্তর জোন	সেরা প্রতিমা	দেশবন্ধু ক্লাব	নতুন নগর নিকট বড়জলা, কো-অপারেটিভ ওয়ার্ড নং-৩
	সেরা মন্ডপ	শান্তিকামী সংঘ	বুদ্ধমন্দির, ওয়ার্ড নং-১১
	সেরা আলোকসজ্জা	কুঞ্জবন স্পোটিং ইউনিয়ন	গোর্খাবস্তি, ওয়ার্ড নং-৪
	সেরা থিম	মহান ক্লাব বড়জলা	ওয়ার্ড নং-৩
দক্ষিণ জোন	সেরা প্রতিমা	ওএনজিসি, সার্বজনীন পূজা কমিটি	
	সেরা মন্ডপ	মডার্ণ ক্লাব	
	সেরা আলোকসজ্জা	মৌচাক ক্লাব	
	সেরা থিম	উত্তর মধ্যপাড়া যুবক বৃন্দ	

উক্ত অনুষ্ঠানে ক্লাব সামাজিক সংস্থা/পূজা কমিটি সহ সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

(ডঃ শৈলেশ কুমার যাদবঃ
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

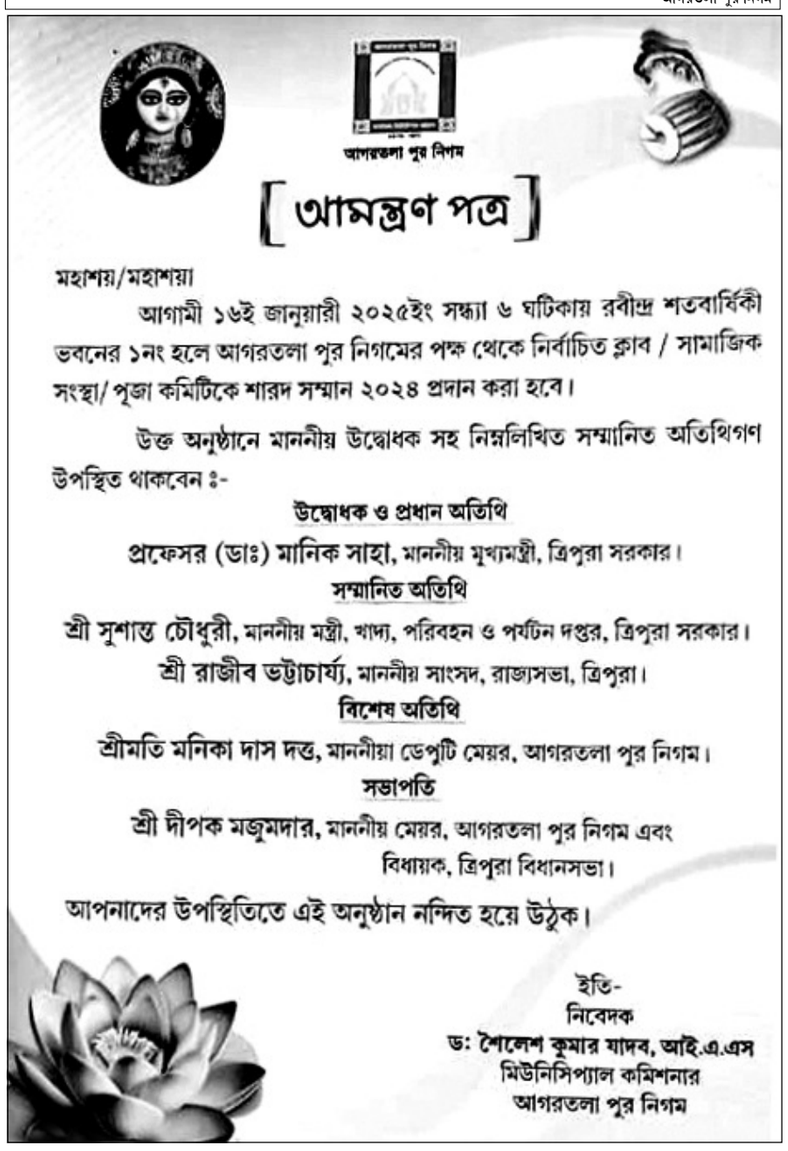

মঙ্গলবার মুখ্যসচিব জে কে সিনহা ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একটি শাখার উদ্বোধন করেন।

পূর্বাভাসের নির্ভুলতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে, আশ্বাস মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্রর

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): বড় আশ্বাস দিলেন ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর ডিজি ডঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র। তিনি বলেছেন, 'আমরা আশ্বস্ত করতে পারি, এক অথবা দুই বছরের মধ্যে পূর্বাভাসের নির্ভুলতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। যে কোনও স্থানীয় গুরুতর আবহাওয়ার ঘটনা শনাক্ত করা যাবে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের ১৫০-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এবং বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মহাসচিব সেলেস্ট সাওলোও।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের ১৫০-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে আইএমডি-র ডিজি মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেছেন, 'আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আনতে আমরা এক বছর, পরবর্তী ৫ বছর এবং ২০৪৭ সালের জন্য একটি পরিকল্পনা করেছি।' প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'ভারতীয় আবহাওয়া দফতর, ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আইএমডি-র ১৫০-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি।' মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র আরও বলেছেন, পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি হল স্থিতিস্থাপকতা এবং উদ্ভাবনের একটি বর্ণনা, যা জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা এবং সমাজের কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে।

সাড়ে আটটায় ১ কোটি, দশটার মধ্যে ১.৩৮ কোটি মানুষের পুণ্যস্নান সঙ্গমে

প্রয়াগরাজ, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই ভক্তদের ভিড় মহাকুম্ভের প্রয়াগরাজে। শীতকে উপেক্ষা করেই ভোর থেকে ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃত স্নান করছেন ভক্তরা। উত্তর প্রদেশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সকাল দশটা পর্য্যন্ত পুণ্যস্নান করেছিলেন ১ কোটি ভক্ত, আর সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১.৩৮ কোটি।

এখনও ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। তাই বেলা বাড়লে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তর প্রদেশ পুলিশের ডিজি প্রশান্ত কুমার জানিয়েছেন, সকাল ৭টায় বিভিন্ন আখড়ার সাধু-সহ প্রায় ৯৮ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ গঙ্গা, যমুনা এবং পৌরাণিক সরস্বতী নদীর ত্রিবেণী সঙ্গমে 'অমৃত স্নান' করেন।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ক্যাসি স্টনি কানাডা মহিলা দলের প্রধান কোচ মনোনীত হয়েছেন

অটোয়া, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ক্যাসি স্টনিকে কানাডিয়ান মহিলা জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচ মনোনীত করা হয়েছে। প্যারিস অলিম্পিকে একটি ড্রোন কেলেঙ্কারির কয়েক মাস পরে সোমবার রাতে কানাডা মহিলা ফুটবল দলের জাতীয় গভর্নিং বডি জানিয়েছে।

প্রাক্তন কোচ বেভ প্রিস্টম্যানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল, যখন নিউজিল্যান্ড কর্মকর্তারা বলেছিলেন প্যারিস অলিম্পিকে তাদের উদ্বোধনী ম্যাচের আগে কানাডিয়ান কর্মীরা তাদের প্রশিক্ষণ সেশনে ড্রোন উড়িয়েছিল।

ক্যাসি স্টনি আগামী মাসে স্পেনে পিনাটার কাপে কানাডার হয়ে তার প্রথম খেলার কোচ হবেন।

স্টনি এক বিবৃতিতে বলেছেন,'আমি সামনের যাত্রার জন্য অপেক্ষা করছি।'

কানাডা সকারের সিইও কেভিন ব্লু বলেছেন, 'মহিলা ফুটবলের অগ্রগতির জন্য তাঁর আজীবন নিবেদন তাঁকে আমাদের জাতীয় দলকে পরবর্তী অধ্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সঠিক ব্যক্তি করে তোলে।'

মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় দু"টি লরির সংঘর্ষ; জ্বলল আগুন, আহত চালক

ফরাক্কা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় দু"টি লরির সংঘর্ষে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার কাশিনগর এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন লরির এক চালক। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার রাতে জঙ্গিপুররের দিক থেকে মালদা যাওয়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল একটি কেমিক্যাল ভর্তি লরি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আচমকা লরিটিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে অন্য একটি পণ্যবাহী লরি।

সংঘর্ষের পরই পণ্যবাহী লরিটি পাশের একটি নর্দমায় উল্টে যায় এবং তাতে আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ডাকা হয় দমকলকেও। দমকলের দু"টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। ঘোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় লরির চালককে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আপাতত তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ২০২৫: বোপান্না, বারিয়েন্টোস প্রথম রাউন্ডে বিধ্বস্ত হয়ে বিদায় নিল

মেলবোর্ন, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): রোহান বোপান্না এবং তার নতুন কলম্বিয়ান সঙ্গী নিকোলাস ব্যারিয়েন্টোস মঙ্গলবার পেড্রো মার্টিনেজ এবং জাউমে মুনারের স্প্যানিশ দলের কাছে ওপেনিং রাউন্ডে হেরে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পুরুষদের ডাবলস ইভেন্ট থেকে বিদায় নিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টার খেলায় বোপান্না এবং ব্যারিয়েন্টোস ৫-৭,৬-৭(৫) পরাজিত হন।

১৪তম বাছাই করা ইন্দো-কলম্বিয়ান জুটি একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নোটে শুরু করেছিল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ব্যর্থ হয়েছিল।

ভারত যে কোনও আবহাওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত : জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়াই (হি.স.): ভারত যে কোনও আবহাওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। মঙ্গলবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর ১৫০-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, 'গত ১০ বছরে, আবহাওয়ার পূর্বাভাসের যথার্থতা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আমাদের ইনস্টলেশনগুলি শুধুমাত্র আইএমডি কেন্দ্রগুলিতে সীমাবদ্ধ নয়, এখন আমাদের স্থাপনাগুলি মহাকাশ, স্থল এবং সমুদ্রে রয়েছে।'

জিতেন্দ্র সিং আরও বলেছেন, 'মিশন মৌসমের লক্ষ্য হল বিশ্ব-মানের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা, আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুত এমন ভারত তৈরি করা। এর মানে প্রত্যাশিত অথবা অপ্রত্যাশিত, ভারত যে কোনও আবহাওয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত।' জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে মন্ত্রটি হল আর "আগামীকাল আবহাওয়া কী হবে" নয় বরং "আগামীকাল আবহাওয়া কী করবে"।

ইন্ডি জোটকে বাঁচিয়ে না রাখলে বিরোধীরা মারা যাবে : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): ইন্ডি জোটকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, ফের এই দাবি করলেন উদ্ধব ঠাকরের শিবিরের শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। তাঁর মতে, ইন্ডি জোটকে বাঁচিয়ে না রাখলে বিরোধীরা মারা যাবে। মঙ্গলবার সকালে মুম্বইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'ইন্ডি জোট টিকে থাকবে। আমরা যদি ইন্ডি জোটকে বাঁচিয়ে না রাখি, তাহলে বিরোধীরা মারা যাবে। তাঁরা (বিজেপি) বিরোধীদের নির্মূল করবে। লোকসভা নির্বাচনের জন্য ইন্ডি জোট গঠিত হয়েছিল, কিন্তু এখন এই জোটকে অক্ষত রাখা দেশ ও গণতন্ত্রের প্রয়োজন।'

সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, 'দিল্লিতে কংগ্রেস ও এএপি মনে করে তারা বড় শক্তি।

জেমস অ্যান্ডারসন ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ভাইটালিটি ব্লাস্ট খেলবেন

লন্ডন, ১৪ জানুয়ারি

(হি.স.): ইংল্যান্ডের প্রাক্তন আন্তর্জাতিক জেমস অ্যান্ডারসন সোমবার ২০২৫ মরসুমে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ, প্রিমিয়ার ইংলিশ ফার্স-ক্লাস টুর্নামেন্ট এবং ভাইটালটি টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে খেলার জন্য ল্যাঙ্কাশায়ারের সাথে এক বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

"আমি ল্যাঙ্কাশায়ারের সাথে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে পরের মরসুমে আবার পেশাদার ক্রিকেট খেলা শুরু করার জন্য উত্তেজিত। আমি কিশোর বয়স থেকেই এই ক্লাবটিতে খেলেছি। তাই লাল এবং সাদা বলের ক্রিকেটে দলকে সাহায্য করার সুযোগ পাওয়ার জন্য আমি সত্যিই উন্মুখ হয়ে আছি,' অ্যান্ডারসন ল্যাঙ্কাশায়ারের এক বিবৃতিতে বলেছেন।

ডানহাতি পেসার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন, ১৮৮ ম্যাচে ৭০৪ উইকেট নিয়ে টেস্টে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হিসাবে শেষ করেছেন অ্যান্ডারসন।

এখন ভারতের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, স্পেনে দাবি জয়শঙ্করের

মাদ্রিদ, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): এখন ভারতের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, স্পেনের মাদ্রিদে এমনটাই দাবি করলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। মঙ্গলবার মাদ্রিদে প্রবাসী ভারতীয়দের এক অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন, 'এখন ভারতের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি দেখে বিশ্বের সব দেশই মনে করে যে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা অনেক দেশের স্বার্থে।"এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, 'এখন খুব কম দেশ আছে, যারা রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সঙ্গে কথা বলার অবস্থানে আছে, ইজরায়েল এবং ইরানের সঙ্গে কথা বলার অবস্থানে রয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী উভয়ই করতেই সক্ষম। খুব কম দেশ যারা একটি অবস্থানে রয়েছে কোয়াডের সদস্য হতে এবং ব্রিকসের সদস্য হতে। এটি এমন কিছু যা খুবই অনন্য। আপনারা যদি এখন বিশ্বের দিকে তাকান, এটি একটি অত্যন্ত মেরুকৃত বিশ্ব। সুতরাং একটি মেরুকৃত বিশ্বে, আমরা এমন একটি দেশ যা সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাসকে বিশ্বে নিয়ে যেতে সক্ষম।' উল্লেখ্য, বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এখন স্পেন সফরে রয়েছেন। এই সফরে তাঁর বেশ কিছু কমসূচি রয়েছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে জয়শঙ্করের এটাই প্রথম স্পেন সফর।

মৈপীঠে ফের বাঘের ভয়, আতঙ্কে রাত কাটালেন গড়েরচকের বাসিন্দারা

কুলতলি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): বাঘের আতঙ্কে নিদ্রাবিহীন রাত কাটাল মৈপীঠের গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের গড়েরচকের বাসিন্দারা। সোমবার বাঘের পায়ের ছাপ দেখা যায় লোকালয় সংলগ্ন জঙ্গলে। স্থানীয় বাসিন্দারা এরপর বন দফতর ও পুলিশকে খবর দেন। মৈপীঠের গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী অঞ্চলের গড়েরচক এলাকায় নতুন করে বাঘের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে । আজমলমারির ১ নম্বর জঙ্গল থেকে মাকড়ি নদী পেরিয়ে লোকালয় সংলগ্ন জঙ্গলে বাঘ এসেছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের । বিষয়টি তারা ইতিমধ্যে জানিয়েছেন বন দফতর ও পুলিশকে । খবর পেয়েই বন দফতরের লোকজন এসে জঙ্গল ঘেরার কাজ শুরু করেছেন।

সোমবার সকালে এলাকার বাসিন্দারা নদীর পাড়ে গরু বাঁধতে গিয়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান । এলাকার বাসিন্দা কনকলতা বৈদ্য আবেদন জানান, বাঘটিকে খাঁচা বন্দি করে যেন গভীর জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়া হয় । সোমবার রাতে তারা বাড়ি থেকে ভয়ে বের হতে পারেননি। কয়েকদিন আগেই এই এলাকায় বাঘের পায়ের ছাপ দেখা যাওয়ায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল । ফের নতুন করে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়ায় নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে । ইতিমধ্যে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে । প্রায় ১ কিলোমিটার জঙ্গল এলাকার তিনদিক জাল দিয়ে ঘিরে ফেলেছে বন দফতর।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রক্ত দিন, সুস্থ থাকুন

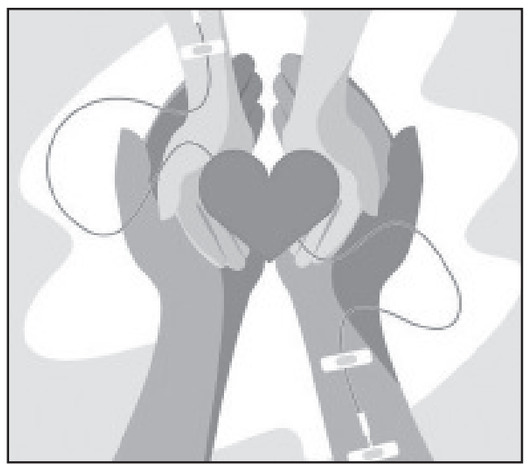

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ উপহার হলো রক্তদান। রক্তদান মহৎ একটি উদ্যোগ। অন্যকে রক্ত দেওয়ার মাধ্যমে যেমন তার জীবন বাঁচানো যায়, ঠিক তেমনই রক্তদান করলে নিজের শরীরেরও উপকার হয়।

অনেকেই ভেবে থাকেন, রক্তদান করলে শারীরিক বিভিন্ন সমস্যায় ভুগতে হবে। ধারণাটি ঠিক নয়। কারণ রক্তদানের অনেক উপকারিতা আছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে বছরে ৮-৯ লাখ ব্যাগ রক্তের চাহিদা থাকলেও রক্ত সংগ্রহ হয় ৬-৬.৫ লাখ ব্যাগ। ঘাটতি থাকে তিন লাখ ব্যাগের বেশি।

এ ছাড়া সংগ্রহকৃত রক্তের মাত্র ৩০ শতাংশ আসে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের থেকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এক ব্যাগ রক্ত দিতে সময় লাগে মাত্র ১০-১২ মিনিট। এই অল্প সময়ে চাইলেই একজনের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব।

কারা রক্ত দিতে পারবেন? ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সের মধ্যে শারীরিকভাবে সুস্থ নারী ও পুরুষ রক্ত দিতে সক্ষম। এক্ষেত্রে পুরুষের ওজন থাকতে হবে অন্তত ৪৮ কেজি এবং নারীর অন্তত ৪৫ কেজি।

রক্তদাতাকে অবশ্যই ভাইরাসজনিত রোগ, শ্বাসযন্ত্রের রোগ এবং চর্মরোগ মুক্ত থাকতে হবে। সাধারণত ৯০ দিন পর পর, অর্থাৎ তিন মাস পর পর রক্ত দেওয়া যায়।

রক্ত দেওয়ার পর যা হয়

রক্ত দেওয়ার পর কিছুটা মাথা ঘোরাতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ সময় হাঁটাহাঁটি না করে অন্তত ১-২ ঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়া উচিত। রক্তদাতা যদি ঘামতে থাকেন এবং অস্থির হন, তবে তাকে স্যালাইন খাওয়াতে হয়।

সাধারণত প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষ প্রতিবার ৪৫০ মিলিলিটার রক্ত দেওয়া হয়। রক্ত দেওয়ার পর লোহিত রক্তকণিকার মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে অন্তত এক থেকে দেড় মাস সময় লাগতে পারে। পাশাপাশি রক্ত বাড়ে এমন খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। নিয়মিত রক্তদানের মাধ্যমে শরীর যেভাবে উকৃত হয় নিয়মিত রক্তদান করলে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে। বছরে তিনবার রক্ত দিলে শরীরে নতুন লোহিত কণিকা তৈরির হার বেড়ে যায়। এতে অস্থিমজ্জা সক্রিয় থাকে। দ্রুত রক্তস্বল্পতা পূরণ হয়। রক্তে কোলেস্টরেলের মাত্রা কমে যায়। এর ফলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে যায়।

শরীরে হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, জন্ডিস, ম্যালেরিয়া, সিফিলিস, এইচআইভি বা এইডসের মতো বড় রোগ সম্পর্কে জানা যায়।

রক্তদাতার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

কেশচর্চাতেও কিন্তু অ্যালো ভেরা মুখ্য হয়ে উঠতে পারে

ঘরোয়া টোটকায় যে কত সমস্যার সমাধান লুকিয়ে থাকে তার হিসাব নেই। বিশেষ করে রূপচর্চার ক্ষেত্রে ঘরোয়া টোটকার কোনও বিকল্প নেই। সৌন্দর্যে শান দিতে অনেকেই বাজারচলতি প্রসাধনী ব্যবহার করেন। তবে সেগুলি আদৌ কতটা কার্যকরী তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তবে ঘরোয়া কোনও উপকরণ ব্যবহার করলে কিছু না কিছু সুফল মিলবেই।

চুলের বৃদ্ধি সকলের একইরকম নয়। কারও চুল খুব তাড়াতাড়ি লম্বা হয়। কারও আবার চুল বড়ই হতে চায় না। লম্বা চুলের স্বপ্ন কমবেশি সকলেরই থাকে। কিন্তু চাইলে তা পাওয়া সহজ নয়। অনেকেই চুল লম্বা করতে বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করেন। দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহার করেও কোনও ফল পাওয়া যায় না। তবে একঢাল চুল পেতে ভরসা রাখতে পারেন ভেষজ কয়েকটি উপকরণে।

১) মেথি: মেথি শুধু শরীরের নয়, একইসঙ্গে যত্ন নেয় চুলেরও। বিশেষ করে চুল লম্বা করতে মেথির জুড়ি মেলা ভার। মেথিতে রয়েছে প্রোটিন এবং নিকোটিন অ্যাসিড, যা লম্বা চুলের অন্যতম রহস্য। মেথি খেলে তো উপকার পাবেনই। সেই সঙ্গে মেথির প্যাক বানিয়েও চুলে লাগাতে পারেন। উপকার পাবেন।

২) জবা ফুল: জবা ফুলে রয়েছে ভরপুর প্রোটিন, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, যা চুলের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে তোলে, সেই সঙ্গে চুল লম্বা করতেও জবা ফুল কিন্তু উপকারী। মাথায় মাখতে পারেন জবা ফুলের তেল। অথবা হেয়ার মাস্কও বানিয়ে নিতে পারেন। উপকার পাবেন।

৩)অ্যালো ভেরা: রূপচর্চায় অ্যালোভেরার ভূমিকা অসীম। চুল থেকে ত্বক, অ্যালো ভেরা যত্ন নেয় সবেরই। ত্বকের দেখাশোনায় অ্যালো ভেরার ভূমিকা অপরিসীম। কেশচর্চাতেও কিন্তু অ্যালো ভেরা মুখ্য হয়ে উঠতে পারে। চুলের বৃদ্ধিতে অ্যালো ভেরা দারুণ উপকারী। মাথার ত্বকের মরা কোষ দূর করতে অ্যালো ভেরা জেল ব্যবহার করতে পারেন।

ঘরোয়া কিছু জিনিস দিয়েই ফেরানো যায় ত্বকের ঔজ্জ্বল্য

কাজের চাপ আর খানিকটা আলসেমির জন্য অনেকেই নিয়ম করে ত্বকের পরিচর্যা করেন না। মুখে কোনও রকমে ক্রিম মেখেই অফিসের জন্য ছুট দেন। সালোঁয় যাওয়ারও অবকাশ নেই। কোথাও যাওয়ার সময় কিংবা কোনও অনুষ্ঠান থাকলে মুখে চটজলদি জেল্লা আনতে হরেক রকম প্রসাধনী ব্যবহার করেও লাভ হয় না। চটজলদি জেল্লা আনতে কী করবেন? ঘরোয়া কিছু জিনিস দিয়েই ফেরানো যায় ত্বকের ঔজ্জ্বল্য। কোন কোন ফেসপ্যাক ব্যবহার করতে পারেন, রইল হদিস। ১) মধু, দই আর গোলাপ জলের ফেসপ্যাক: এক চামচ দই, এক চামচ মধু ও এক চামচ গোলাপ জল দিয়ে একটি ফেসপ্যাক তৈরি করে নিন। রাতে এই প্যাক মুখে মেখে মিনিট পনেরো রাখুন। তার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, ত্বক বেশ জেল্লাদার দেখাচ্ছে। সকালে উঠেও এই প্যাক মুখে লাগিয়ে নিতে পারেন।

ঘরোয়া কিছু জিনিস দিয়েই ফেরানো যায় ত্বকের ঔজ্জ্বল্য। ২) কাঠবাদাম ও ওট: ১০টি খোসা ছাড়ানো বাদাম বেটে নিয়ে তার সঙ্গে এক চামচ ওট, সামান্য দই মিশিয়ে নিন। ত্বকের প্রকৃতি শুষ্ক হলে এক চা চামচ মধু মেশান আর ত্বকের প্রকৃতি তৈলাক্ত হলে এক চামচ গোলাপ জল মিশিয়ে একটি প্যাক তৈরি করে নিন। প্যাকটি মুখে লাগিয়ে মিনিট দশেক রাখুন। শুকিয়ে গেলে জল দিয়ে ধুয়ে তুলে নিন। বাদামে থাকা ভিটামিন ই ত্বককে জেল্লাদার করবে আর ওট স্ক্রাবিংয়ের কাজ করবে।

৩) শসা ও মধুর প্যাক: অর্ধেকটা শসা মিক্সিতে বেটে তার সঙ্গে এক চামচ মধু মিশিয়ে মিশ্রণটি মুখে লাগান। মিনিট দশেক পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চটজলদি জেল্লা আনতে এই প্যাক ব্যবহার করতেই পারেন।

৫ খাবার: মারাত্মক কিছু রোগের ঝুঁকি এড়াতে কাঁচা না খাওয়াই ভাল

ভিতর থেকে ফিট থাকতে চাইলে খাওয়াদাওয়ায় স্বাস্থ্যকর রংটিন মেনে চলা জরুরি। সেই সঙ্গে বাইরের খাবার যত সম্ভব কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। কারণ অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস নানা রোগবালাই ডেকে আনে। শরীরের যত্ন নিতে মরসুমি ফল ও অনেক শাকসব্জি কাঁচা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। রান্না করে খাওয়ার চেয়ে কয়েকটি খাবার কাঁচা খেলে বেশি সুফল পাওয়া যায়, তা ঠিক। তবে সব খাবারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। দীর্ঘ দিন ধরে কাঁচা শাকসব্জি আর ফল খেয়েই থাকার কারণে কিছু দিন আগেই মৃত্যু হয়েছে জানা সামসোনোভাস নামে এক সমাজমাধ্যম প্রভাবীর। দিনের পর দিন ভেগান ডায়েট মেনে চলার কারণে ক্লান্তি আর অপুষ্টি থেকে মৃত্যু হয় তাঁর। ফলে কাঁচা খাবার যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল। কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলি কাঁচা খাওয়া একেবারেই ঠিক নয়। কোন খাবারগুলি কাঁচা খাবেন না? ১) আলু: টোম্যাটোর মতো আলুতেও গ্লিকোলক্যালিওডসের পরিমাণ অনেক বেশি। অনেকেই আছেন কাঁচা আলুর রস খান। আলুর রস মনঃসংযোগ বৃদ্ধি করে। কিন্তু শরীরে যদি গ্লিকোলক্যালিওডসের পরিমাণ বাড়তে থাকে, তা হলে গ্যাস-অম্বল, পেট ফাঁপার মতো সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ভাজা, সেদ্ধ, মাছের ঝোলে, বিরিয়ানিতে আলু খান, তবে কাঁচা খাবেন না।

২) কাঁচা ছোলা: সকালে খালিপেটে কাঁচা ছোলা অনেকেই খান। আবার মুড়ি মাখা, আলুকাবলিতেও কাঁচা ছোলা না পড়লে ঠিক স্বাদ হয় না। অঙ্কুরিত কাঁচা ছোলা এমনিতে ভীষণ উপকারী। তবে কাঁচা খেলে মুশকিলে পড়তে পারেন। অঙ্কুরিত কাঁচা ছোলায় প্যাথোজেনিক ব্যাক্টেরিয়া থাকে। যা পেটের গোলমালেরে অন্যতম কারণ।

৩)ডিম: নিয়মিত কঠোর শরীরচর্চা করেন এমন অনেকেই পেশিবহুল চেহারা পেতে কাঁচা ডিম খান। এতে পেশি হয়তো দৃঢ়, সবল হয়, তবে কাঁচা ডিম খাওয়ার ঝুঁকিও আছে। কাঁচা ডিমে থাকে সালমোনেলা ব্যাক্টেরিয়া, যা শরীরে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যহানি ঘটায়।

৪)সসেজ: সন্ধের জলখাবারে সসেজ অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খাবার। স্বাস্থ্যকরও। কিন্তু অনেকে ভাজার আগেই কাঁচা সসেজ খেয়ে নেন। এই অভ্যাস শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কাঁচা সসেজে রয়েছে ''লিস্টেরিয়া'' নামক ব্যাক্টেরিয়া। যা শরীরের অন্দরে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই ভাল করে না ভেজে সসেজ খাওয়া একেবারেই ঠিক নয়।

৫) কাঠবাদাম: সাধারণত বেশির ভাগ মানুষ যে কাঠবাদাম খান সেগুলির স্বাদ মিষ্টি। স্বাস্থ্যকরও। তবে একই রকম দেখতে আরও একটি বাদাম রয়েছে। যার স্বাদ তেতো। ইংরেজিতে একে ''বিটার আমন্ড'' বলে। এই বাদামে থাকে বিষাক্ত হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড। কাঁচা খেলে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি হমতে পারে।

অন্য চার্জারে ফোন চার্জ দিলে যে ক্ষতি হয়

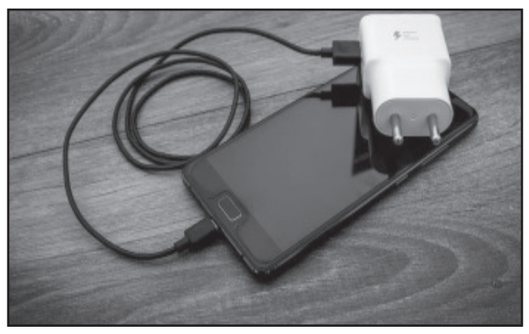

মাঝে মধ্যে আমরা বাইরে গেলে মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার কারণে অনেকে ঝামেলায় পড়েন। অনেকে আবার অন্য মোবাইলের চার্জার দিয়ে মোবাইল চার্জ করান।

কিন্তু এই পদ্ধতিটা ঠিক কি না জেনে নিন-

অনেক সময় আমরা শুনে থাকি যে, অন্য কোনও মডেলের মোবাইলের চার্জার দিয়ে চার্জ করলে তা নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত, ফোন কেনার সময় ফোনের সঙ্গে চার্জারও থাকে।

এতে বোঝা যায় যে আপনার ফোনের সঙ্গে যে চার্জারটি দেওয়া হয়, তা বিশেষভাবে আপনার ফোনের ব্যাটারি চার্জ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি আপনার ফোনের জন্য সঠিক আকার, সঠিক ভোল্টেজ এবং এটি সঠিক ধরনের সংযোগকারীর প্লাগে সঙ্গে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, ভোল্টেজ খুব কম হলে, এটি আপনার ফোন খুব ধীরে ধীরে চার্জ হবে। ভুল ভোল্টেজসহ চার্জার ব্যবহার করলে আপনার ফোনের ব্যাটারি অতিরিক্ত গরম হতে পারে, ফলে মোবাইলের সমস্যা তৈরি হতে পারে।

আলাদা চার্জার ব্যবহার করলে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। যেমন, অন্য চার্জারের ভোল্টেজ খুব বেশি হলে তা আপনার ফোনের ব্যাটারির ক্ষতি করতে পারে।

ফলে এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে অবশ্যই মোবাইল চার্জার সঙ্গে রাখুন। যদি আপনার আগের চার্জার খারাপ হয়ে গেলে দোকান থেকে একই মডেলের নতুন চার্জার কিনে নিন।

ডায়াবেটিকদের বুঝেশুনে খাওয়াদাওয়া করা অত্যন্ত জরুরি

নিয়ম মেনে খাওয়াদাওয়া আর শরীরচর্চা যদি করা যায়, তা হলে ডায়াবিটিস নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ডায়াবেটিকদের বুঝেশুনে খাওয়াদাওয়া করা অত্যন্ত জরুরি। অনেকেই বুঝতে পারেন না, ডায়াবিটিস হলে ডিম খাওয়া যায় কি না। উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রে ডিম খাওয়া নিয়ে কিছু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে চিকিৎসকেদের মতে, ডায়াবিটিসের সঙ্গে ডিমের কোনও বিরোধ নেই।

ডিমে রয়েছে ৬.৩ গ্রাম প্রোটিন, ৭৮ ক্যালোরি, ২৪ মাইক্রোগ্রামস ফোলেট, ২৮ গ্রাম ক্যালশিয়াম। এ ছাড়াও আয়রন, জিঙ্কের পরিমাণও কম নয়। ডায়াবেটিকদের সুস্থ থাকতে এই উপাদানগুলি শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা জরুরি। ডায়াবিটিস থাকলে কার্বোহাইড্রেট বেশি না খাওয়াই ভাল। আর ডিমে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ একেবারে কম। ''লো কার্ব'' ডায়েটে থাকলে ডিম হতে পারে আদর্শ খাবার। ডায়াবেটিকদের ডায়েটে ডিম থাকলে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকেই ডিম খেতে চান না। ডিম খেলে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ধারণা ভুল। তবে ডিম কী ভাবে খাচ্ছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। ডিম খাওয়ায় ছাড় আছে মানেই রোজ রোজ ভাজা, অমলেট খেলে হবে না। ডায়াবেটিকরা ডিম সেদ্ধ করে খেলে বেশি উপকার পাবেন। এ ছাড়া ডিম দিয়ে স্যালাড বানিয়েও নিতে পারেন। তবে ডিম খেলে শর্করার মাত্রা বাড়বে না ঠিকই। কিন্তু ডায়াবিটিস থাকলে কোলেস্টেরল হওয়ারও একটা আশঙ্কা থাকে। ডিম কিন্তু সেই ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। ''আমেরিকান ডায়াবিটিস অ্যাসোসিয়েশন''-এর একটি গবেষণা জানাচ্ছে, ডায়াবেটিকরা রোজ একটি করে ডিম খেতে পারেন। তবে এর কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। রোজ খেতেই হবে এমন কোনও মানে নেই। খেলে কোনও অসুবিধা হবে না। ডিম খাওয়ার অন্যতম সুবিধা হল এতে কার্বোহাইড্রেট নেই। বরং ভরপুর প্রোটিন রয়েছে। প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে ডিম অন্যতম ভরসা হতে পারে। তবে দিনে একের বেশি ডিম না খাওয়াই ভাল। তাতে আবার অন্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই ডিম খাওয়ার পরিমাণে রাশ টানতে হবে। ডায়াবিটিস থাকলে সব সময় চিকিতক কিংবা পুষ্টিবিদের পরামর্শ মেনেই খাওয়াদাওয়া করতে হয়। ডিম খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিজে না নিয়ে চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নেওয়াই ভাল।

ঘড়ি ধরে সকালের খাবার খেলে কমবে শর্করার মাত্রা

ইদানীং কমবয়সেই ডায়াবিটিস ধরা পড়ছে অনেকের। আধুনিক জীবনযাপন অনেকাংশে এর জন্য দায়ী। বাইরের খাবার খাওয়া, কেক, পেস্ট্রির প্রতি ঝোঁক ডায়াবিটিসের মতো সমস্যা ডেকে আনছে। রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে তা যেন বিপদসীমা ছাড়িয়ে না যায়, সে বিষয়ে সব সময় সচেতন থাকা জরুরি। তার জন্য রুটিন মেনে খাওয়াদাওয়া করা জরুরি।

ডায়াবিটিসের ক্ষেত্রে জীবনকে নিয়মে না বাঁধলে সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। শরীরচর্চা তো জরুরি বটেই। সেই সঙ্গে ইচ্ছেমতো খাবার খাওয়ার প্রবণতাও কমাতে হবে। তবে শুধু বুঝেশুনে খাবার খেলেই হবে না। সময়েও খেতে হবে। ডায়াবিটিসের ক্ষেত্রে ঘড়ি ধরে খাবার খেতে হবে। তবেই সুস্থ থাকা সম্ভব।কী খাচ্ছেন সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কখন খাচ্ছেন সেটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সময়মতো না খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব। ব্যস্ততম জীবনে খাবার খাওয়ার সময়ই পাওয়া যায় না। সেখানে ঘড়ি ধরে খাওয়াদাওয়া করা অনেক দূরের বিষয়। আর সময়মতো না খাওয়ার ফলেই নানা রোগের ঝুঁকি থেকে যায়। ডায়াবিটিস তার মধ্যে অন্যতম। তাই সুস্থ থাকতে ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ে খাবারও খেতে হবে। অফিসের বিপুল ব্যস্ততা সামলে দুপুরের খাবার সময় মতো খাওয়া সম্ভব নয়। অনেকেরই বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে যায়। ফলে রাতের খাবারও সময়ে খাওয়া হয় না। এক মাত্র সকালের খাবার ঠিকঠাক সময়ে খাওয়ার সুযোগ থাকে। এমনিতে দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সকালের জলখাবার। সারা দিন শরীর কেমন থাকবে তা নির্ভর করে সকালের খাবারের উপরে। সকালের দিকে রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকে। বেশি ক্ষণ এমনিতেও খালি পেটে থাকা ঠিক নয়। ডায়াবেটিক রোগীরা যদি সকাল ৯ টার মধ্যে জলখাবার খেয়ে নিতে পারেন, তা হলে ভাল। সকালের বিপাক হারও বেশি থাকে। ফলে ভারী খাবার খেলেও হজম করতে অসুবিধা হবে না। পেটও অনেক ক্ষণ ভর্তি থাকবে। দুপুরেও তাড়াতাড়ি খিদে পাবে। তবে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খেতে হবে। কার্বোহাইড্রেট কম খেতে হবে।

টোম্যাটো ছাড়াই বানিয়ে ফেলুন মাছের তিনটি পদ

টোম্যাটোর দাম দিন দিন চিন্তা বৃদ্ধি করছে সাধারণের। গগনচুম্বী দামের জেরে খাবার পাতে ক্রমশ কমছে টোম্যাটো। এ বার পাইকারি বাজারের আশঙ্কা, আগামী দিনে ৩০০ টাকা ছুঁতে পারে ''লাল সোনা''র দাম। এমন লাগামছাড়া দাম বৃদ্ধির কারণ হিসাবে টোম্যাটো উতাদনকারী রাজ্যগুলিতে অতি বৃষ্টির দোহাই দেওয়া হচ্ছে। বাজারে গেলেও ২৫০ গ্রামের বেশি টোম্যাটো কিনছেন না অনেকেই। খুব প্রয়োজন ছাড়া মধ্যবিত্তের বাড়িতে রান্নায় টোম্যাটোর ব্যবহারও হচ্ছে না। মাছ ছাড়া অনেক বাঙালিরই দুপুরের ভোজ সম্পূর্ণ হয় না। আর মাছের ঝোল মানেই স্বাদ বৃদ্ধি করতে টোম্যাটো দিতেই হবে। রইল এমন তিনটি মাছের পদ যা টোম্যাটো ছাড়াই বানিয়ে ফেলা যায়।

ধনেপাতা ভেটকি: ভেটকি মাছের টুকরোগুলি নুন, গোলমরিচ, লেবুর রস দিয়ে মাখিয়ে ঘণ্টা দুয়েক ফ্রিজে রেখে দিন। এর পরে কড়াইতে মাখন গরম করে মাছগুলি হালকা ভেজে তুলে রাখুন। মিক্সিতে কাঁচালঙ্কা, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা আর লেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে ভাল করে পেস্ট বানিয়ে নিন। মাছ ভেজে রাখার কড়াইতে আর একটু মাখন নিয়ে তাতে রসুন বাটা দিয়ে দিন। রসুন হালকা লাল হয়ে এলে বেটে রাখা মিশ্রণটি কড়াইতে দিয়ে দিন। ভাল করে কষুন। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে অল্প করে জল দিয়ে দিন। স্বাদ অনুযায়ী নুন চিনি দিয়ে দিয়ে ঝোল ফুটে এলে ভেজে রাখা মাছগুলি দিয়ে হালকা হাতে নাড়াচাড়া করে ঢেকে দিন। মিনিট খানেক পর কড়াইয়ের ঢাকনা খুলে এক চামচ মাখন আর ভাল করে ফেটিয়ে রাখা ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে দিন। ঝোল মাখোমাখো হয়ে এলে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন জিভে জল আনা হরিয়ালি ভেটকি। রুই মাছের টক: রুই মাছ নুন আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে ভেজে নিন। এ বার একটি পাত্রে তেঁতুলের ক্বাথ বার করে নিয়ে ওর সঙ্গে নুন, চিনি, সর্ষে বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার কড়াইতে তেল গরম করে সর্ষে আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। এ বার তেতুলের মিশ্রণটি ঢেলে দিয়ে ভাল করে কষিয়ে জল ঢেলে দিন। ঝোল ফুটে উঠলে মাছগুলি দিয়ে দিন। এ বার পাঁচ ফোড়ন শুকনো তাওয়ায় ভেজে নিয়ে সেই গুঁড়ো মশলা মাছের ঝোলে ছড়িয়ে দিন। তৈরি হয়ে যাবে টক-ঝাল-মিষ্টি স্বাদে রুই মাছের টক। মনমোহিনী চিংড়ি: পেঁয়াজ, আদা, রসুন, লঙ্কা ও নারকেল কোরা মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। নুন-হলুদ মাখিয়ে চিংড়ি মাছের দু'পিঠ হালকা করে ভেজে নিন। এ বার এ বার সেই তেলেই গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিন। এর মধ্যে বাটা মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। মিনিট পাঁচেক পরে নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো আর দই দিয়ে আরও কষিয়ে অল্প জল মিশিয়ে দিলেই হবে। মশলা কষা হয়ে গেলে নারকেলের দুধ দিতে হবে। দুধটা ফুটে উঠলে চিংড়ি মাছ দিয়ে দিন। পাঁচ মিনিট পরে ঢাকনা খুলে উপরে গরম মশলা গুড়ো ছড়িয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে মনমোহিনী চিংড়ি।

মহাকুম্ভে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ডিজিটাল প্রদর্শনীর উদ্বোধন; প্রথম দিনেই প্রদর্শনীতে হাজার হাজার মানুষের ঢল

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি ২০২৫।। প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী মার্গের প্রদর্শনী কমপ্লেক্সে ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক কর্তৃক ''জনকল্যাণমূলক অংশগ্রহণ'' শীর্ষক এবং গত দশকে ভারত সরকারের সাফল্য, কর্মসূচি, নীতি ও প্রকল্পগুলির উপর ভিত্তি করে একটি ডিজিটাল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

উদ্বোধনের দিনই হাজার হাজার মানুষ সেখানে জড়ো হয়ে প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেছেন।

ত্রিবেণী পথ প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই প্রদর্শনীটি ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত বিনামূল্যে জনসাধারণের পর্যবেক্ষণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। ডিজিটাল প্রদর্শনীতে অ্যানামোরফিক দেওয়াল, এলইডি টিভি স্ক্রিন, এলইডি ওয়াল, হলোগ্রাফিক সিলিন্ডারের মাধ্যমে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের তথ্য প্রদর্শিত হচ্ছে।

প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু: প্রধান সরকারি কল্যাণ প্রকল্পসমূহ:

এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভারত সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি যেমন প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, নমো ড্রোন দিদি, লাখপতি দিদি, ওয়েভস, প্রধানমন্ত্রী ইন্টার্নশিপ স্কিম, মুদ্রা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, বিদ্যাঞ্জলি, স্বনির্ভর ভারত, স্কিল ইন্ডিয়া, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, সমস্ত বাড়িতে জল যোজনা, প্রধানমন্ত্রী দক্ষতা বিকাশ মিশন, স্বচ্ছ ভারত মিশন, প্রাইম মিনিস্টার স্ট্রীট ভেন্ডার আত্মনির্ভর নিধি, স্বাধীন ভারতের তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি সহ মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্প তুলে ধরা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক আলোকচিত্র: উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন লোক ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ডিজিটাল প্রদর্শনী ছাড়াও, আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ২০০টিরও বেশি লোক ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

এই কর্মসূচিগুলিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিগত দশ বছরে ভারত সরকারের সাফল্য, পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং নীতিগুলি তুলে ধরা হবে। ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মহাকুম্ভ মেলার গোটা সময়জুড়ে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

প্রতিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান একটি অনন্য গল্প তুলে ধরবে এবং সেই অঞ্চলের স্থানীয় রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান এবং আধ্যাত্মিকতাকে প্রদর্শন করবে, যা মহাকুম্ভে আগত সাধারণ জনগণের জন্য একটি দর্শনীয় ভিজ্যুয়াল এবং শৈল্পিক অভিজ্ঞতা তৈরি করবে। শত শত গুণী শিল্পী এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক নৃত্য এবং গায়কী শৈলীর শিল্পীরা সেখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

মঙ্গলবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে পিসিসিআইএর উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বুধবার চুনী গোস্বামীর জন্মদিন

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): চুনী গোস্বামী। এই বিখ্যাত বাঙালি ফুটবল খেলোয়াড় ভারতীয় ফুটবলে এক সাড়া জাগানো নাম। তিনি ভারতের জাতীয় দলের একজন সফল ফুটবলার। বাংলার ক্রিকেটার হিসেবেও সফল ছিলেন। বাংলা দলের হয়ে রনজি ট্রফিতে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

চুনী গোস্বামী বর্তমান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন ১৫ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে। আসল নাম সুবিমল গোস্বামী।

১৯৪৬ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত মোহনবাগানের জুনিয়র দলে খেলেন। এই সময় তিনি ভারতীয় ফুটবলার বলাইদাস চট্টোপাধ্যায় ও বাঘা সোমকে কোচ হিসেবে পেয়েছিলেন। এরপর ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৮ অবধি মোহনবাগানের সিনিয়র দলে খেলেছেন। তিনি স্ট্রাইকার পজিসনেই খেলতেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সাল এই পাঁচ বছর মোহনবাগানের অধিনায়ক ছিলেন। এই সময়ে মোহনবাগানের হয়ে ডুরান্ড কাপ সহ বহু প্রতিযোগিতায় খেলেছেন। তার ফুটবল জীবনের সব থেকে বড় কৃতিত্ব ভারতের অধিনায়ক হিসাবে ১৯৬২ সালে জাকার্তায় এশিয়ান গেমসের সোনা জয়। ফাইনালে ভারত দক্ষিণ কোরিয়াকে ২-১ গোলে পরাস্ত করেছিল। এছাড়া তিনি অধিনায়ক হিসাবে তেল আভিভে এশিয়া কাপের রৌপ্য পদক জয় করেছিলেন। ভারতের হয়ে ৩২ টি ম্যাচ খেলে ন'টি গোল করেছিলেন চুনী গোস্বামী। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯ তিনি টাটা ফুটবল একাডেমির ডিরেক্টর ছিলেন।

শুধু ফুটবলে নয়, ক্রিকেটার হিসাবে সফল ছিলেন চুনী গোস্বামী । বাংলা দলের হয়ে রনজি ট্রফিতে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন । রঞ্জি ট্রফিতে তিনি বাংলার অধিনায়কত্বও করেন। তিনি দুবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল খেলেছিলেন। ছিলেন ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ডানহাতে মিডিয়াম পেস বলও করতেন। ৪৬টি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট ম্যাচ খেলে একটি সেঞ্চুরি সহ ১৫৯২ রান করেছিলেন। বল করে ৪৭টি উইকেটও নিয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালে চুনী গোস্বামী অর্জুন পুরস্কার ও ১৯৮৩ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত হন । ২০০৫ সালে তিনি হন মোহনবাগান রত্ন।

৩০ এপ্রিল, ২০২০ সালে ৮২ বছর বয়েসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় মারা যান চুনী গোস্বামী। ভারতের ফুটবল ইতিহাসে তার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শুভদিনে বিভিন্ন ভাষায় শুভেচ্ছা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): মঙ্গলবার শুভ দিনে রংবেরংয়ের ভিডিও-সহ বিভিন্ন ভাষায় শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

তিনি লিখেছেন, "'মকর সংক্রান্তি" ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অটুট বিশ্বাসের উৎসব। শক্তি, উদ্দীপনা ও অগ্রগতির এই পবিত্র উৎসবে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা।"

ইংরেজি ও অসমিয়া ভাষায় অমিতবাবু লিখেছেন, "অসমের ভাই ও বোনদের মাঘ বিহুর শুভেচ্ছা। সম্মিলিত চেতনায় উদযাপন করা হয় সমাজ ও প্রকৃতির সাথে আমাদের ঐক্যের স্মারক। উৎসবগুলি আমাদের জীবনকে আনন্দ, সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির আশীর্বাদ করুক।"

ইংরেজির সঙ্গে তামিল ও তেলুগু ভাষায় অমিতবাবু লিখেছেন, "পোঙ্গল উপলক্ষে আমাদের তামিল বোন ও ভাইদের উষ্ণ শুভেচ্ছা। প্রকৃতির সাথে আমাদের বন্ধনের উদযাপন সবার জন্য প্রাচুর্য, সুখ এবং মঙ্গল কামনা করে। আমাদের তেলুগু বোন ও ভাইদের মকর সংক্রান্তির অনেক শুভেচ্ছা। 'ভোগী', 'সংক্রান্তি' এবং 'কানুমার' আমাদের মহান ঐতিহ্যের সাথে, নতুন উদ্দীপনার সাথে জীবনকে আলিঙ্গন করার সময়। ঈশ্বর আমাদের উদ্যম, সুস্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধির আশীর্বাদ দিন।"

ভিল্লুপুরমে লাইনচ্যুত ট্রেনের ৫টি বগি, সমস্ত যাত্রী সুরক্ষিত

ভিল্লুপুরম, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): তামিলনাড়ুর ভিল্লুপুরম রেল স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ভিল্লুপুরম থেকে পুদুচেরিগামী ট্রেনের ৫টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে। পিআরও রেল (চেন্নাই) জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভিল্লুপুরম থেকে পুদুচেরিগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ৫টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে। বিকট শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটি থেমে যাওয়ায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো গিয়েছে। ট্রেন থেকে সব যাত্রীকে নিরাপদে বের করে আনা হয়েছে।

রেলের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, রেলের কর্মীরা এবং প্রকৌশলীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন এবং লাইনচ্যুত ট্রেনটি মেরামতের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। প্রযুক্তিগত ত্রুটি নাকি নাশকতা, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ভিল্লুপুরম রেল তদন্ত শুরু করেছে।'

গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান, সাধু-সন্তদের সঙ্গে সাগরে ডুব দিলেন অগণিত ভক্ত

গঙ্গাসাগর, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): কথাতেই আছে 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'। প্রতিবারের মতো এবারও অন্যথা হল না, মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে গঙ্গাসাগরে আস্থার ডুব দিলেন অসংখ্য ভক্ত। সাধু-সন্তদের সঙ্গে গঙ্গাসাগরে ডুব দিয়েছেন দেশ তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীরা। গঙ্গাসাগরে অমৃত স্নানের পর কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দিয়েছেন ভক্তরা।

মহাকুম্ভ থাকায় এবার গঙ্গাসাগরে ভিড় তুলনামূলক একটু কম, তবুও কম বলা যাবে না। মঙ্গলবার ভোর থেকেই গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করেছেন বহু মানুষ। এরপর রীতি মেনে পুজো দেন কপিল মুনির আশ্রমে। এই মেলাকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

"পরিসংখ্যান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ারও বটে" : রাষ্ট্রপতি মুর্মু

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): "পরিসংখ্যান শুধু দক্ষ শাসনের মেরুদণ্ডই নয়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ারও বটে।" মঙ্গলবার ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষেবা (আইএসএস) প্রবেশনারিদের একটি দলের সদস্যদের এ কথা বলেন।

এক্সবার্তায় তাঁদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির তোলা ছবি যুক্ত করে তাঁর দফতর লিখেছে, রাষ্ট্রপতি ভবনে দ্রৌপদী মুর্মুর সাথে ওঁরা সাক্ষাত করেন। রাষ্ট্রপতি তথ্য সংগ্রহের সময় সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে দরিদ্র এবং সুবিধা—বঞ্চিতদের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার জন্য আইএসএস অফিসারদের আহ্বান জানান।

মহাকুম্ভের দ্বিতীয় দিন, অমৃতস্নান করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্ত

প্রয়াগরাজ, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে দ্বিতীয় দিনে পড়ল মহাকুম্ভ মেলা ২০২৫। সাধু ও সন্তদের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ মঙ্গলবার ভোর থেকেই প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃত স্নান করেন। মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে মঙ্গলবারই ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রথম অমৃতস্নান করেছেন পুণ্যার্থীরা। দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আস্থার ডুব দিয়েছেন। মহানির্বাণী পঞ্চায়েতি আখড়ার সন্তরা প্রথম অমৃত স্নানের আগে শোভাযাত্রা করে ত্রিবেণী সঙ্গমে আসেন। পঞ্চায়েতি আখড়া মহানির্বাণীর শ্রী কমলানন্দ গিরি মহারাজ বলেছেন, 'এটি একটি পরম্পরা রয়েছে, সব আখড়া একের পর এক পুণ্যস্নান করে।' শম্ভু পঞ্চায়েতি অটল আখড়ার নাগা বাবা প্রমোদ গিরি বলেছেন, 'এটা আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় যে শম্ভু পঞ্চায়েতি অটল আখড়া এবং মহানির্বাণী পঞ্চায়েতি আখড়া একসঙ্গে শাহী (অমৃত) স্নানের জন্য যাচ্ছে।' উল্লেখ্য, সনাতন ধর্মের ১৩টি আখড়ার সাধুরা ত্রিবেণী সঙ্গমে পবিত্র স্নান করবেন।

ফের ঊর্ধমুখী তাপমাত্রা, শীত কমলো কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): একের পর এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় শীতের পথে বাধা। মঙ্গলবার পৌষ সংক্রান্তির দিনও কনকনে ঠান্ডা উধাও, উল্টে তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি মতো বেড়েছে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৮ ডিগ্রি বেশি। চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে জাঁকিয়ে শীত পড়বে না বলেই মনে করা হচ্ছে। সাধারণ শীতের আমেজই থাকবে।

পশ্চিম হিমালয়ে কোনও ঝঞ্ঝা এলে উত্তর ভারতের দিক থেকে যে উত্তুরে হাওয়া আসে সেটা কমজোরি হয়ে যায়। মঙ্গলবার পশ্চিম হিমালয়ে ফের একটি ঝঞ্ঝা আছে। তার প্রভাবে আগামী কয়েকদিন উত্তর ভারতজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গ-সহ পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। ঝঞ্ঝা ছাড়াও দিন বড় হতে শুরু করেছে। এই কারণে তাপমাত্রা বাড়ছে। তবে, কয়েকদিনের মধ্যে নতুন করে ঝঞ্ঝা না এলে ফের কনকনে ঠান্ডা উত্তুরে হাওয়া ঢুকবে। তখন তাপমাত্রা নিম্নগামী হবে।

ঘন কুয়াশায় অস্পষ্ট তাজমহল, দিল্লি-সহ উত্তর ভারত শীতে কাঁবু

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): ঘন কুয়াশা থেকে মঙ্গলবারও মুক্তি পেল না দিল্লি, একইরকম অবস্থা উত্তর প্রদেশ-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। মঙ্গলবার সকালেও কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল রাজধানী দিল্লি, তাজনগরী আগ্রাও কুয়াশার কবলে ছিল। কুয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে, দৃশ্যমানতার অভাবে এদিন সকালে তাজ ভিউ পয়েন্ট থেকে অস্পষ্ট দেখা গিয়েছে তাজমহলকে।

কুয়াশার পাশাপাশি শীতের দাপট এখনও রয়েছে উত্তর ভারতে। কনকনে ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে দিল্লি, উত্তর প্রদেশে। রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশেও এদিন সকালে জমজমাট ঠান্ডা ছিল। ঘন কুয়াশার কারণে মধ্যপ্রদেশের আগর মালওয়াতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে।

পিছিয়ে গেল ইউজিসি-নেট —এর পরীক্ষা, নতুন দিন জানানো হয়নি

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): গত ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে ইউজিসি-নেট পরীক্ষা। চলবে ১৬ জানুয়ারি পর্য্যন্ত। কিন্তু পোঙ্গাল-সহ আরও কয়েকটি উৎসবের জন্য আগামী ১৫ জানুয়ারির পরীক্ষাটি পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এনটিএ ইতিমধ্যেই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ কথা জানিয়েছে। পরীক্ষার নতুন দিন এখনও জানানো হয়নি।

ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, ১৫ জানুয়ারি, বুধবার যে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল, তা পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে, ১৬ জানুয়ারির পরীক্ষা হবে। ১৫ তারিখের পরীক্ষা কবে হবে, তাও শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে এনটিএ।

কালিয়াচকে গুলিবিদ্ধ হয়ে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

মালদা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): মালদার কালিয়াচকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর। আহত তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি। মৃতের নাম হাসান শেখ। তিনি এলাকায় তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত। মঙ্গলবার সকালে কালিয়াচকের নয়া বস্তি এলাকায় নিকাশি এবং রাস্তা উদ্বোধনের অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকের নওদা যদুপুর এলাকার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখ। অভিযোগ, সেই সময় আচমকাই কয়েক জন দুষ্কৃতী হামলা চালায় বকুলের উপর।

গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তাতে পড়ে যান তিনি। আহত হন আরও কয়েক জন। ঘটনাস্থল থেকে বকুল এবং আরও এক তৃণমূল কর্মী এসারুদ্দিন শেখকে গুরুতর আহত অবস্থায় মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের। হাসপাতাল সূত্রে খবর, দু'জনেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক। ইতিমধ্যেই হাসান শেখের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

দাবানল: লস অ্যাঞ্জেলেস ক্রীড়া দলগুলি ৮ মিলিয়ন ডলার দান করবে ত্রাণে

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): সোমবার ১২টি লস অ্যাঞ্জেলেস প্রো স্পোর্টস দল লস অ্যাঞ্জেলেস দাবানলে অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্তদের সহায়তার জন্য সম্মিলিত ৮ মিলিয়ন ডলার দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অ্যাঞ্জেল সিটি এফসি, অ্যাঞ্জেলস, চার্জারস, ক্লিপারস, ডজার্স, হাঁস, গ্যালাক্সি, কিংস, এলএএফসি, লেকারস, রামস এবং স্পার্কস আমেরিকান রেড ক্রস, লস অ্যাঞ্জেলেস ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্যরা ত্রাণ সংস্থাগুলিতে অবদান রাখবে বলে জানিয়েছে।

ফ্যানাটিকস, ক্রীড়া পোশাক প্রতিষ্ঠান এবং ফ্যান গিয়ার স্টোর, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করবে। এই সঙ্গে তারা শহরের চারপাশে ত্রাণস্থলে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি কিট, স্কুলের জিনিস সরবরাহ, স্নিকার্স এবং আরও অনেক কিছু বিতরণ করবে।

পূর্ব বর্ধমানে পুলিশি অভিযানে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ মাদক, ধৃত এক

পূর্ব বর্ধমান, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানডিহিতে প্রচুর মাদক উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দেওয়ানডিহি থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালায়। এলাকায় রেল লাইনের পারে একটি চার চাকা গাড়ি থেকে ওই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে গাড়ির চালককে। ধৃতের নাম সঞ্জয় রাহা। সে বীরভূমের বাসিন্দা।

গাড়িটি থেকে প্রায় ৭১.৯০ কেজি মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ১১ প্যাকেট গাঁজাও। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, কোচবিহারের মাথাভাঙা থেকে এই মাদক বর্ধমান পাচার করা হচ্ছিল। তবে সঞ্জয় একাই না-কি এর নেপথ্যে কোনও চক্র কাজ করছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকব

নন্দকুমারে মন্দিরে চুরি, খোয়া গেল গয়না ও সোনার অলঙ্কার

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমারে মন্দিরে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য ! মন্দির থেকে খোয়া গিয়েছে গয়না ও সোনার অলঙ্কার। সোমবার রাতে নন্দকুমারে ভবতারিণী মায়ের মন্দিরের তালা ভেঙে গয়না চুরি করল দুষ্কৃতীরা। দেবীর রুপোর চূড়া, বালা, হার-সহ সোনার অনেক অলঙ্কার চুরি গিয়েছে।

সোমবার রাতের এই চুরির ঘটনা জানা যায় মঙ্গলবার সকালে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নন্দকুমার থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই তারা ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। চোরেদের খোঁজ চলছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের নতুননগর শাখার আনুষ্ঠানিক সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি: আজ ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের নতুননগর শাখার অনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্য সচিব জীতেন্দ্র কুমার সিনহা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যসচিব বলেন, পৌষ পার্বণ উৎসবের দিনে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের নতুননগর শাখার অনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। তার জন্য ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং সহ অন্যান্যদের শুভকামনা জানালেন তিনি।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলে অধিকাংশই ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা রয়েছে। দিন দিন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের প্রগতিশীল ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে।

পারিজাত দত্ত

● আটের পাতার পর

তার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার প্রাক্তন সাংবাদিক পারিজাত দত্ত বর্তমানে ত্রিপুরার সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে জনসংযোগ আধিকারিক পদে কর্মরত। তিনি আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহযোগী সদস্য। উল্লেখ্য ২০২৩ ও ২০২৪ সালে ককবরক ছোট গল্পের জন্য এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন যথাক্রমে শ্যামলী দেববর্মা ও অসিত দেববর্মা।

মোদী

● প্রথম পাতার পর

ভবিষ্যত এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতির প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির প্রতীক।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমাদের অ্যারোনটিক্যাল অগ্রগতির কারণে আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। এর সুফল পাচ্ছে গোটা বিশ্ব। এখন আমাদের ফ্ল্যাশ ফ্লাড বন্যা গাইডেন্স সিস্টেম নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কাকেও তথ্য দিচ্ছে।'

এখন বজ্রাঘাতের সতর্কতাও মানুষ মোবাইলে পাচ্ছেন, ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র প্রশংসা করে এমনটাই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আগে যখন লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবী সাগরে যেতেন তখন তাঁদের পরিবার সবসময় চিন্তিত থাকতো। অপ্রীতিকর কিছু ঘটার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এখন আইএমডির সহায়তায় মৎস্যজীবীরা সময়মত সতর্কতা পায়।

মঙ্গলবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের ১৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'এই রিয়েল-টাইম আপডেটগুলি শুধুমাত্র মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে না, পাশাপাশি কৃষি এবং নীল অর্থনীতির মতো ক্ষেত্রগুলিও শক্তিশালী হচ্ছে। যে কোনও দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সক্ষমতার জন্য আবহাওয়াবিদ্যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব কমানোর জন্য আমাদের আবহবিদ্যার দক্ষতা বাড়াতে হবে।'

মুরগির ফার্ম

● প্রথম পাতার পর

নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। খবর দেওয়া হয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। ছুটে আসেন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আসার আগে সম্পুর্ন জলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আজ সকাল বেলা আহমেদ আলী সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা এক ব্যক্তি। তাই তিনি গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতি এবং মহকুমা শাসকের কাছে মানবিক আবেদন করেন আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় চার লক্ষ টাকা হবে বলেও তিনি জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহার

জম্মু, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। মঙ্গলবার তিনি বলেন, মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই পবিত্র উৎসব সবার জীবনে নতুন শক্তি, উদ্দীপনা, সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য নিয়ে আসুক।

কাশ্মীর ও বাকি দেশের মধ্যে ব্যবধান দূর করা সরকারের অগ্রাধিকার : রাজনাথ সিং

আখনুর, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীর ও বাকি দেশের মধ্যে ব্যবধান দূর করা ভারত সরকারের শীর্ষ অগ্রাধিকার। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে সশস্ত্র বাহিনীর ভেটেরেনস ডে অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'আমাদের সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হল কাশ্মীর এবং দেশের বাকি অংশের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা দূর করা। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ এই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। আখনুরে ভেটেরেনস ডে উদযাপন এটাই প্রমাণ করে যে, আখনুর আমাদের হৃদয়ে দিল্লির মতো একই স্থানে রয়েছে।'

মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর

রাঁচি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গাঙ্গওয়ার এবং মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন মঙ্গলবার মকর সংক্রান্তিতে দেশ ও রাজ্যের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গাঙ্গওয়ার মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন জানান, প্রকৃতির মহান উতব এবং লোক উতব সোহরাই, টুসু পরব, বুরু মাগে পরব এবং মকর সংক্রান্তিতে আপনাদের সকলকে অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তিনি এও বলেন, আমি আপনাদের সকলের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুর সুখবিন্দর সিং সুখু মকর সংক্রান্তিতে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তিল ও গুড়ের মিষ্টির মতোই আপনার জীবনের প্রতিটি দিন আনন্দ, সমৃদ্ধি ও নতুন আশায় ভরে উঠুক। মুখ্যমন্ত্রী ভগবান সূর্য্যের কাছে প্রার্থনা করেন, সকলের জীবনে সমৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য এবং অপরিসীম সুখ আসুক।

তিনি বলেন, মকর সংক্রান্তির এই পবিত্র উৎসব আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করে। এই উৎসব শুধু আমাদের সামাজিক ঐক্যকে শক্তিশালী করে না, প্রকৃতির প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করে।

জাতীয় সড়কের উপরে নির্মীয়মাণ ওভার ব্রিজে দুর্ঘটনা, আহত ১

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): ডানকুনির ক্রসিংয়ে জাতীয় সড়কের উপরে নির্মীয়মাণ ওভার ব্রিজে মঙ্গলবার এক দুর্ঘটনা হয়। গার্ডরেলের ঢালাই চলাকালীন ভেঙে পড়ে তার একাংশ।

দিন দুপুরের দিকে এই ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ১ জন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যিনি আহত তিনি নির্মীয়মাণ ব্রিজের নীচের অংশে কাজ করছিলেন। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং সঙ্গে নির্মীয়মাণ অংশে কেউ যাতে এসে না পড়েন সেই দিকে নজর রাখছিলেন। সেই সময়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তড়িঘড়ি তাঁকে শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসারত তিনি।দুর্গাপুর জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হচ্ছে ওভার ব্রিজ। সেইমতো কাজ চলছিল ডানকুনি এলাকায় এই ওভার ব্রিজটিরও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন ডানকুনি থানার পুলিশ আধিকারিকরা।-

সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তনীরা দেশপ্রেমের প্রতীক : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): মঙ্গলবার সশস্ত্র বাহিনী প্রাক্তনী দিবসে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী দেশের সেই কন্যা ও পুত্র-সন্তানদের কুর্নিশ জানিয়েছেন, যাঁরা দেশের সুরক্ষায় সারা জীবন ধরে কাজ করে গেছেন। এঁরা দেশপ্রেমের প্রতীক এবং তাঁদের কল্যাণে সরকার কাজ করে যাবে বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। এক্স পোস্টে এই মর্মে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, ১৯৫৩ সালে ১৪ জানুয়ারি স্বাধীনতার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম কমান্ডার-ইন-চিফ ফিল্ড মার্শাল কে এম কারিয়াপ্পা জাতির জন্য গৌরবময় সেবার পরে অবসর নিয়েছিলেন। অবসর গ্রহণের পর ফিল্ড মার্শাল বহু বছর ধরে জনসাধারণের ও সামাজিক কাজে সক্রিয় ছিলেন। এই দিনটিকে তাই 'ভেটেরান্স' দিবস হিসাবে পালিত হওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। ২০১৭ থেকে পালিত হচ্ছে দিবসটি।

৩.৫ কোটিরও বেশি আবেদনের নজির গড়ে অষ্টম 'পরীক্ষা পে চর্চা'র নিবন্ধন শেষ হল

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অন্যতম উদ্যোগ 'পরীক্ষা পে চর্চা'-র জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। অষ্টম পর্বে রেকর্ড ৩.৫ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবক এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য নাম লিখিয়েছেন।ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো জানিয়েছে, পরীক্ষার চাপ কমানো এবং মানসিক স্থিতি বজায় রাখার এই উদ্যোগ প্রকৃত অর্থেই জন-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। অনলাইন নিবন্ধন প্রক্রিয়া ঞ্চওদ্রস্তুদ্র পোর্টালে শুরু হয় ঠিক একমাস আগে ১৪ ডিসেম্বর। শিক্ষা মন্ত্রকের আওতাধীন বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা দফতরের এই কর্মসূচির সপ্তম পর্বের মূল অনুষ্ঠানটি হয়েছিল দিল্লির ভারত মণ্ডপমে।'পরীক্ষা পে চর্চা'র অঙ্গ হিসাবে ১২ জানুয়ারি ২০২৫, জাতীয় যুব দিবস থেকে আরও নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পর্যন্ত এর আওতায় দেশীয় খেলাধুলা, ম্যারাথন, মিম প্রতিযোগিতা, পথ-নাটিকা, যোগাভ্যাস, পোস্টার তৈরির প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করা হচ্ছে।

পুণ্যস্নান

● প্রথম পাতার পর

পাওয়া খবর পর্যন্ত মকর সংক্রান্তিতে মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেছেন সাড়ে ৩ কোটির বেশি ভক্ত।

জাতীয় হরিদ্রা পর্ষদের উদ্বোধন করলেন পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): মঙ্গলবার জাতীয় হরিদ্রা পর্ষদের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। এই পর্ষদে হলুদ উৎপাদক ও রফতানিকারক প্রতিনিধিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাতে বিভিন্ন মন্ত্রকের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

ভারত সরকার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো জানিয়েছে, জাতীয় হরিদ্রা পর্ষদের সদর দফতর তৈরি হয়েছে নিজামাবাদে। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'স্বর্ণাভ মশলা' বলে পরিচিত হলুদ চাষ হয় মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ, মেঘালয়—সহ ২০টি রাজ্যে। হলুদ উৎপাদন বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। হলুদ থেকে আরও নানা পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রসারে উদ্যোগী হবে এই পর্ষদ। পাশাপাশি, এই ধরনের পণ্যের মূল্য সংযোজন এবং বিদেশে বিপণনেও জোর দেওয়া হবে।

পীযূষ গোয়েল বলেন, ২০২৩-২৪-এ সারা দেশে ৩.০৫ লক্ষ হেক্টরে হলুদ চাষ হয়েছে এবং ১০.৭৪ লক্ষ টন হলুদ উৎপাদন হয়েছে। সারা বিশ্বের হলুদ উৎপাদনে ভারতের অবদান ৭০ শতাংশ। এ দেশে ৩০ ধরনের হলুদ চাষ হয়। বিশ্বের আঙিনায় হলুদ ব্যবসার ৬২ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করে ভারত। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ১.৬২ লক্ষ টন হলুদ এবং হলুদজাত পণ্য রফতানি হয়েছে ভারত থেকে।

গোয়েন্দাকর্তার নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা গ্রেফতার একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): বিধাননগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিকের নাম করে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে সোমবার রাতে এক পড়ুয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে তুলে নিজেদের হেফাজতে চায় বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

ধৃতের নাম সায়ন্তন দাস। সে হাওড়ার বাসিন্দা। এলাকারই এক স্কুলের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। অভিযোগ, বিধাননগর গোয়েন্দা শাখার এক পুলিশকর্তার নাম করে ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলে ওই পড়ুয়া। এরপরই একাধিক ব্যক্তিকে ফেসবুক মেসেঞ্জারে মেসেজ পাঠিয়ে টাকা চাইতে শুরু করে বলে অভিযোগ।

গত ৯ নভেম্বর বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় প্রতারণা সংক্রান্ত একটি অভিযোগ জমা পড়ে। তারই ভিত্তিতে সোমবার রাতে হাওড়া থেকে সায়ন্তনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত পড়ুয়াকে হেফাজতে নিয়ে বিশদ তথ্য জানতে চেষ্টা করছে সাইবার থানার পুলিশ।

মকর সংক্রান্তিতে মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান সাড়ে ৩ কোটির বেশি ভক্তের

প্রয়াগরাজ, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): কনকনে ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে ভক্তদের ভিড় মহাকুম্ভের প্রয়াগরাজে। শীতকে উপেক্ষা করেই ভোর থেকে ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃত স্নান করেন ভক্তরা। জানা গেছে, এদিন মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেছেন সাড়ে ৩ কোটির বেশি ভক্ত।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানান, সমস্ত শ্রদ্ধেয় সাধক, ভক্তদের আন্তরিক অভিনন্দন যারা বিশ্বাস, সাম্য এবং ঐক্যের মহাসমাগম "মহাকুম্ভ-২০২৫" প্রয়াগরাজ-এ মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পবিত্র সঙ্গমে বিশ্বাসের পুণ্যস্নান করেছেন। আজ, প্রথম অমৃতস্নান উপলক্ষে, সাড়ে ৩ কোটিরও বেশি শ্রদ্ধেয় সাধক ও ভক্তরা ত্রিবেণীতে স্নানের পুণ্য লাভ করেছেন। প্রথম অমৃতস্নান সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সমস্ত শ্রদ্ধেয় আখড়া, মহা কুম্ভমেলার প্রশাসন, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, স্যানিটেশন কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, নাবিক এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের সমস্ত বিভাগকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।উল্লেখ্য, এদিন সকাল ৭টায় বিভিন্ন আখড়ার সাধু-সহ প্রায় ৯৮ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ গঙ্গা, যমুনা এবং পৌরাণিক সরস্বতী নদীর ত্রিবেণী সঙ্গমে 'অমৃত স্নান' করেন। সকাল দশটা পর্যন্ত পুণ্যস্নান করেছিলেন ১ কোটি ভক্ত, সাড়ে দশটা পর্যন্ত সেই সংখ্যা ছিল ১.৩৮ কোটি। বিকাল ৩টায় সেই সংখ্যা বেড়ে হয় আড়াই কোটি। আর শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত মকর সংক্রান্তিতে মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেছেন সাড়ে ৩ কোটির বেশি ভক্ত।

ট্রাম বাঁচিয়ে রাখতে উদ্যোগী হওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): এভাবে রাজ্যের ঐতিহ্যকে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মঙ্গলবার ট্রাম সংক্রান্ত মামলায় স্পষ্ট নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বলে, ট্রামলাইন বুজিয়ে ফেলার কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আদালতের নির্দেশ পালন হচ্ছে কিনা, এবিষয়ে নিশ্চিত হতে রাজ্যকে ছবি-সহ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ট্রামলাইন বোজানো নিয়ে অভিযোগের তদন্ত করে কলকাতা পুলিশকে রিপোর্ট দিতেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

এবিষয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বলেন, 'উপরতলার হাত না থাকলে এইভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় ট্রামলাইন বুজিয়ে ফেলা অসম্ভব।' এদিন প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'ট্রাম রাজ্যের ঐতিহ্য। তা তুলে দেওয়া খুব সহজ কাজ। কিন্তু রাজ্যকে ট্রাম বাঁচাতে উদ্যোগ নিতে হবে। বহু দেশে ট্রাম চলে। কোথাও কোথাও রাস্তার একেবারে মাঝখান দিয়ে চলে। রাজ্যে ট্রামকে বাঁচাতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন।'

ট্রাম সংরক্ষণ কমিটির রিপোর্ট এদিন জমা পড়ে কলকাতা হাইকোর্টে। রিপোর্টে রাজ্য উল্লেখ করেছে যে, তারা নিয়মিত বৈঠক করছে। একইসঙ্গে, ট্রামলাইন বুজিয়ে ফেলার নির্দেশ রাজ্যের পরিবহণ দফতরের তরফে দেওয়া হয়নি বলেও রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।

নিম্ন আদালতগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যের ভূমিকায় তোপ প্রধান বিচারপতির

কলকাতা, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): নিম্ন আদালতগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য ঠিকঠাক টাকা দিচ্ছে না বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। মঙ্গলবার রাজ্য প্রশাসনকে কার্যত তুলোধোনা করেন তিনি।

এবিষয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম রাজ্যের বিভিন্ন নিম্ন আদালতে কর্মচারীর অভাব নিয়েও রাজ্যের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, রাজ্যের ১১টা জেলা থেকে প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, সেখানকার বারের জন্য ঘর নেই। বিচারকদের বসার জায়গা নেই। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই। রাজ্য টাকা দিচ্ছে না। চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী দিয়ে কাজ চলছে। এক্ষেত্রে এই রাজ্যেই সব থেকে খারাপ পরিস্থিতি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি।

টিএস শিবজ্ঞানম এদিন বলেন, তিনি আর কয়েক মাস প্রধান বিচারপতির পদে থাকবেন। তার মধ্যে রাজ্য যদি পদক্ষেপ না করে, তবে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত।

বরুণ চক্রবর্তী

● প্রথম পাতার পর

জন্য ত্রিপুরেশ মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন আগরতলার প্রদীপ দাস। বাংলা ছোট গল্পে বিশেষ অবদানের জন্য ভীষ্মদেব স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন আগরতলার পারিজাত দত্ত। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন সারুমের অশোকানন্দ রায় বর্ধন। বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার জন্য রাধামোহন ঠাকুর স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী। ড. মুকুল ঘোষ রচিত "ত্রিপুরা রাজকাহিনী রাজমালা" বইটির জন্য ত্রিপুরা বাণী এই পুরস্কার পেয়েছে। "ত্রিপুরা রাজকাহিনী রাজমালা" শীর্ষক বইটির লেখক হিসেবে ড. মুকুল ঘোষকেও অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়। ককবরক ভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার জন্য দৌলত আহমেদ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছে ককবরক সাহিত্য পরিষদ। ড. অতুল দেববর্মা রচিত "দুঙ্গর বন-৫জি" বইটির জন্য ককবরক সাহিত্য পরিষদ এই পুরস্কার পেয়েছে। দুঙ্গর বন-৫জি বইটির লেখক হিসেবে ড. অতুল দেববর্মাকেও পুরস্কৃত করা হয়। বাংলা, ককবরক ব্যাতীত অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার পুরস্কার পেয়েছে ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী। বিমল মামেন চাকমা রচিত "যমসবা" বইটির জন্য ত্রিপুরা বাণী এই পুরস্কার পেয়েছে। অনুষ্ঠানে যমসবা বইটির লেখক বিমল মামেন চাকমাকেও পুরস্কৃত করা হয়। শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিনের পুরস্কার পেয়েছে "ভারতীয়ম"।

যুব পুরস্কারগুলির মধ্যে নৃত্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সত্যরাম রিয়াং স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন আগরতলার নিলাদ্রি চক্রবর্তী। সঙ্গীতে বিশেষ অবদানের জন্য অশ্বিনী বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন আগরতলার ড. পিয়ালি চক্রবর্তী। চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও ফাইন আর্টস বিভাগে বিশেষ অবদানের জন্য সুমঙ্গল সেন স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সুকান্ত দত্ত। নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য অজিত মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন খোয়াইয়ের সুরজিৎ গোপ।

৪৩তম আগরতলা বইমেলায় এবার ফটো এক্সিবিশন গ্যালারি বিভাগেও পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ফটো এক্সিবিশন গ্যালারি বিভাগে চিত্র প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন চিত্র সাংবাদিক সুমন দেবরায়। যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয়েছেন চিত্র সাংবাদিক জয়ন্ত দে ও চিত্র সাংবাদিক শেখর দেববর্মা। যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছেন চিত্র সাংবাদিক চুনী দেব ও চিত্র সাংবাদিক রাকেশ নন্দী।

অর্থমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উত্তম চক্রবর্তী বলেন, একটা বইমেলা শেষ হবার পর রাজ্যের মানুষ আগ্রহ করে তাকিয়ে থাকেন কবে আবার পরবর্তী বইমেলা আসবে। এতেই বোঝা যায় বইমেলা আমাদের জীবনের সঙ্গে কিভাবে জড়িয়ে গেছে। পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাখাল মজুমদার বলেন, আগরতলা বইমেলার পরিধি যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা খুবই আশা ব্যঞ্জক। এ রাজ্যের লেখক, প্রকাশকদের ক্ষেত্রে বইমেলা একটি অনুপ্রেরণার উৎসব।

স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী বলেন, বইমেলা হচ্ছে মেধা ও মননের উৎসব। বই আমাদের জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল করে। এবছরের বইমেলায় ১৮০টি স্টল ছিল। এবছর প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মত বই বিক্রি হয়েছে বলে আশা করা হচ্ছে। গতবছর ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার বই বিক্রয় হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, বইমেলা হচ্ছে মেধা, মনন এবং সৃজনশীলতার সম্মিলিত অংশ। অন্য যেকোন অনুষ্ঠানের সঙ্গে বইমেলার এটাই হচ্ছে পার্থক্য। বইমেলাকে কেন্দ্র করে সমাজ যেমন সমৃদ্ধ হয় তেমনি নিজের মেধারও বিকাশ ঘটে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

ধ্বংসের পথে

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষা আধিকারিকের গাফিলতির কারণে ২০২১সাল - ২০২৩সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের প্রজেক্ট প্রপোজাল দিল্লিতে পাঠানো হয়নি। এখনো এই সংক্রান্ত ফাইল আগরতলায় বন্দী অবস্থায় পরে আছে বলে অভিযোগ। বিদ্যালয়টি সমবায় সমিতির গাইড লাইন মেনে চলে। গত ১৬ই আগষ্ট এসডিএম বিদ্যালয়ের সাধারণ সভা করে সর্বসম্মতিক্রমে ১১জনকে নিয়ে পরিচালনা কমিটি গঠন করেন। কমিটির মেয়াদ তিন বছর। এই কমিটির লিষ্ট দিল্লিতে পাঠানো হয়। পরে মহকুমা শাসক সেই কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভেঙ্গে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করেন। ৫ই অক্টোবর ২০২৪সালে ১৭জনকে নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয় কিন্তু এই কমিটিতে অনেকেই সরকারী কর্মচারী।

বাই ল মোতাবেক কোনো কর্মচারী বিদ্যালয় কমিটি তে থাকতে পারেন না। এসডিএম বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় বিদ্যালয়ের কোন উন্নয়ন কাজ করেননি।বরাবর অসহযোগিতা করে গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ এক সভা ডেকে এসডিএমকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।এসডিএমের গঠন করা কমিটি অবৈধ নয় বলে ঘোষণা করা হয়। বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সহ-সভাপতি বিধান দাস চিঠি লিখে সেকথা সমবায় সমিতির আগরতলা অফিসে জানান। এসব ডামাডোল চলতে থাকে। ফলে অস্থির পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকায় বিদ্যালয়টি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চালু থাকা দিব্যাঙ্গদের উওর ধলাই ও উনকোটি জেলার এক মাত্র বিদ্যালয়টি আজ ধ্বংসের মুখে। একসময় বিদ্যালয়ের হোস্টেলে ২৫/৩০ আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা বসবাস করতো।এখন আর্থিক অভাবে বন্ধ হবার পথে বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্ম। কর্মচারীদের বেতন ভাতাও বন্ধ।

আহত ২

● প্রথম পাতার পর

তৈরি হয়। যখন রোগী নিয়ে যাবার জন্য এম্বুলেন্স ছিলনা। পরে প্রাইভেট গাড়ি করে জিবিতে পাঠানো হয়।

যীষ্ণু দেববর্মা

● প্রথম পাতার পর

সামাজিক সংস্থাকে পুরস্কৃত করা হয়। অতিথিগণ বিজয়ী সামাজিক সংস্থার প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কার ভারতী-ত্রিপুরা প্রান্তের সভাপতি সুবল বিশ্বাস। আলপনা গ্রামে পৌষ পার্বণ উৎসব উপলক্ষ দু'দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে।

নদে ডুবে মৃত্যু নাবালকের

বাঁকুড়া, ১৪ জানুয়ারি (হি.স.): মকর সংক্রান্তির সকালে বন্ধুর সঙ্গে দ্বারকেশ্বর নদে স্নানে নেমে ডুবে মৃত্যু হল এক নাবালকের। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে জয়পুরে। অপর বন্ধুকে জয়পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই চিকিৎসাধীন সে।

জানা গিয়েছে, মৃত নাবালকের নাম রুদ্রনারায়ণ কুণ্ডু। বয়স ১৫ বছর। সে পাত্রসায়র থানার বালসি গ্রামের বাসিন্দা। অপরজন তার বন্ধু। জয়পুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে আসে তারা। এদিন সকালে দ্বারকেশ্বর নদের পরাশিয়ার ঘাটে স্নান করতে নামে দুই নাবালক।

নদের জলের টানে দুজনই তলিয়ে যেতে থাকে। তা দেখতে পেয়ে ঘাটে থাকা অন্যান্যরা তখনই নৌকা নিয়ে উদ্ধারকাজে হাত লাগায়। খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছয় জয়পুর থানার পুলিশ। উদ্ধার কাজে হাত লাগায় তারাও। স্থানীয় এবং পুলিশের চেষ্টায় তলিয়ে যাওয়া ২ বন্ধুকে উদ্ধার করা হয়।জয়পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে রুদ্রনারায়ণকে মৃত বলে জানান চিকিৎসকরা। অন্য জনের চিকিৎসা চলছে। জয়পুর থানার এক আধিকারিক বলেন, "উদ্ধার করার পর ২ জনই জীবিত ছিল। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা রুদ্রনারায়ণকে মৃত বলে জানান।

কৈলাশহরে প্রদর্শনী ফুটবল সম্পন্ন ত্রিপুরা পুলিশকে হারালো আসাম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কৈলাশহর প্রদর্শনী মূলক ফুটবল টুর্নামেন্টে ৫-০ গোলে ত্রিপুরা মহিলা একাদশকে পরাজিত করল আসাম মহিলা একাদশ। জাতীয় যুব দিবস উদযাপন উপলক্ষে গত রবিবার, আশ্রয় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে কৈলাশহর ও রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ত্রিপুরা মহিলা একাদশ বনাম আসাম মহিলা একাদশের মধ্যে প্রদর্শনী মূলক ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রদর্শনী মূলক এই ফুটবল টুর্নামেন্ট উপভোগ করতে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছিল।প্রদর্শনী এই ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আশ্রয় সামাজিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিরজিত সিনহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আশ্রয় সামাজিক সংস্থার সম্পাদক চন্দ্রশেখের সিনহা সহ কৈলাশহর তথা রাজ্যের বিশিষ্ট প্রাক্তন খেলোয়াড়গন। ২রা জানুয়ারি থেকে কৈলাশহর পদ্মের পাড় এলাকায় আশ্রয় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে শুরু হয়েছিল দশ দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী সংহতি মেলা।গোটা মেলায় লক্ষাধিক লোক সমাগম হয়।১১ই জানুয়ারি মেলার শেষ দিন থাকলেও এই মেলা একদিন অর্থাৎ ১২ই জানুয়ারী রবিবার পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছিল। মূলত ১২ই জানুয়ারি জাতীয় যুব দিবসকে সামনে রেখে আশ্রয় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলা ফুটবল দলের মধ্যে এদিন এই প্রদর্শনী মূলক খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলার প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকে আসাম মহিলা একাদশ, খেলার দ্বিতীয়ার্ধেও ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলা ফুটবলাররা বিরোধী শিবিরে কোন ধরনের আক্রমণ করতে পারেনি। গোটা মাঠ দাপিয়ে বেড়ায় আসাম রাজ্যের মহিলা ফুটবলাররা। ফল সরূপ খেলার দ্বিতীয়ার্ধে আরো ৩টি গোল হজম করতে হয় ত্রিপুরাকে। ৫-০ গোলে জয়লাভ করে আসাম মহিলা একাদশ।

খেলা শেষে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ রানার্স আপ ও বিজয়ী দলকে ট্রফি ও সম্মাননা তুলে দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আশ্রয় সামাজিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা বিধায়ক বিরজিত সিনহা বলেন, জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। খেলায় হার জিত রয়েছে, তবে ত্রিপুরার মহিলা দল আসাম রাজ্যের থেকে অনেকটাই দুর্বল। তাছাড়া তিনি রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ফুটবলের আন্তর্জাতিক মাপের মাপকাঠিতে রাজ্যের দ্বিতীয় মাঠ হচ্ছে এই রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়। কিন্তু মাঠের রক্ষণাবেক্ষণ সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়নের অভাবে এই মাঠে খেলাধুলার পরিস্থিতি নেই বললেই চলে। জাতীয় স্তরের ফুটবলার তো দূরের কথা রাজ্যের ভালো ফুটবলাররা এই মাঠে খেলতে অনিহা প্রকাশ করবে। ঐতিহ্যপূর্ণ এই রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠের সংস্কারের ব্যাপারে রাজ্যের মন্ত্রী যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেই ব্যাপারে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন।

আগামীকাল সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের ফাইনালে চাম্পামুড়া - এডি নগরের লড়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফাইনাল ম্যাচ আগামী ১৬ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার। খেলা হবে দুই শক্তিশালী দল চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার বনাম এডি নগর প্লে সেন্টারের মধ্যে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। ম্যাচটি নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার মূল পর্যায়ে দুই মাঠে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চায়েত মাঠে সেমিফাইনাল ম্যাচে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার রোমাঞ্চকর ভাবে অন্তিম বলে এক উইকেটের ব্যবধানে জুয়েলস কোচিং সেন্টার কে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছিল। একইভাবে ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে অপর সেমিফাইনাল ম্যাচে এডি নগর প্লে সেন্টার আট উইকেটের ব্যবধানে প্রতিপক্ষ এগিয়ে চল সংঘ কে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে একদিন অতিরিক্ত বিরতি দেওয়া হয়েছে।

আগামী ১৬ই জানুয়ারি টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। সদর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে দু-দলই মরিয়া। গ্রুপ লিগ পর্যায়ের খেলায় এডি নগর প্লে সেন্টার এবং চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার একই গ্রুপে সম সংখ্যক ম্যাচ খেলে, সম সংখ্যক ম্যাচে জয়ী হয়ে, সম সংখ্যক পয়েন্ট পেলেও রান রেটের নিরিখে যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স খেতাব নিয়ে মূল পর্বে পৌঁছেছিল। উল্লেখ্য, লীগ পর্যায়ের খেলায় গত ৮ জানুয়ারি চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার পাঁচ উইকেটের ব্যবধানে এডি নগর প্লে সেন্টার কে পরাজিত করেছিল। ফাইনাল ম্যাচে এখন কোনদল জয়ী হয়ে সদর চ্যাম্পিয়নের খেতাব পায়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

নির্বাচক প্রধানের সঙ্গেও মতানৈক্য !

বর্ডার গাভাসকর সিরিজে মাঠের ব্যর্থতার পাশাপাশি প্রকট হয়ে উঠেছে ভারতীয় টিমের অন্দরের ফাটলও। দূরত্ব বেড়েছে কোচ ও ক্যাপ্টেনের। জাতীয় নির্বাচক মণ্ডলীর নানা সিদ্ধান্তেও নাক সিঁটকেছেন গৌতম গম্ভীর। আবারও প্রকাশ্যে গম্ভীর ও অজিত আগরকরের মতানৈক্য।

আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দলকে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত শর্মাই। তবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে তিনিই অধিনায়ক থাকবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ আইসিসির টুর্নামেন্টের পরই ২২ গজকে বিদায় জানাতে পারেন হিটম্যান। আবার গত বছর সূর্যকুমার যাদব টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর টেস্ট এবং ওয়ানডে-তে নতুন অধিনায়ক বেছে নেওয়ার দিকেই হয়তো হাঁটবেন নির্বাচকরা। টেস্টের অধিনায়ক হিসেবে ইতিমধ্যেই দায়িত্ব সামলেছেন জশপ্রীত বুমরাহ। তবে তাঁর ফিটনেসের উপর নির্ভর করছে তাঁর নেতৃত্বের ভবিষ্যৎও। সেক্ষেত্রে নির্বাচক মণ্ডলীর পছন্দের তালিকায় রয়েছে দুটি নাম।

ঋষভ পন্থ এবং শুভমান গিল। টেস্টের নিয়মিত দুই তারকার ক্যাপ্টেন্সির অভিজ্ঞতাও রয়েছে। কিন্তু গম্ভীরের গলায় উলটো সুর। তিনি মনে করছেন, গিল কিংবা পন্থ নন, নেতৃত্বের ভার দেওয়া উচিত যশস্বী জয়সওয়ালকে।

আন্তর্জাতিক ওয়ানডে ক্রিকেটে এখনও হাতেখড়ি হয়নি যশস্বীর। তবে পাঁচদিন ও কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে ২২ গজে আগুন ধরানো পারফরম্যান্স করেছেন তেইশের তরুণ। ১৯ টেস্টে তাঁর সংগ্রহ ১৭৯৮ রান। গড় ৫২.৯। জোড়া ২০০-সহ ঝুলিতে চারটি শতরান। শোনা যাচ্ছে, এই যশস্বীকেই পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চাইছেন গম্ভীর। সাধারণত তিন ফরম্যাটের জন্য এক অধিনায়কেই ভরসা রাখে ভারতীয় বোর্ড। তবে বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সেই চিন্তাভাবনায় অজিত আগরকরের নির্বাচক মণ্ডলী বদল আনে কি না, সেটাই এখন লাখ টাকার সওয়াল।

গম্ভীরের ধমক খেয়ে রঞ্জি খেলার সম্ভাবনা শুভমনের, কোপ ইংল্যান্ড সিরিজে ?

রঞ্জি ট্রফিতে পঞ্জাবের পরবর্তী ম্যাচ কর্নাটকের বিরুদ্ধে। ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সেই ম্যাচ। পঞ্জাবের হয়ে রঞ্জিতে খেলতে দেখা যেতে পারে শুভমনকে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হয়তো খেলতে দেখা যাবে না তাঁকে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সূত্রে খবর, পঞ্জাবতনয় শুভমন ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রান পাননি তিনি। প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি আঙুলে চোটের কারণে। পরের দু'টি টেস্টে ৩১, ২৮ এবং ১ রানের ইনিংস খেলেন। চতুর্থ টেস্টে বসিয়ে দেওয়া হয় শুভমনকে। সিডনিতে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৩৩ রান করেন। গোটা সিরিজে তাঁর ব্যাটে রান না থাকা এবং ভুল শট নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেই শুভমন এ বার ঘরোয়া ক্রিকেট খেলবেন বলে শোনা যাচ্ছে। ৬০টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৪৪৮১ রান করেছেন তিনি।

শুভমন যদি রঞ্জি খেলেন, তা হলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে দেখা যাবে না তাঁকে। ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু সেই সিরিজ। পরের দিনই শুরু হবে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ। ফলে যে কোনও একটি দলেই থাকবেন শুভমন।

রোহিত শর্মা মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে পারেন বলে শোনা গিয়েছে। দলের সঙ্গে অনুশীলনও করার কথা ভারত অধিনায়কের। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা যদিও এখনও নিশ্চিত নন, রোহিতের রঞ্জি খেলার ব্যাপারে। সেই কর্তা বলেন, "মুম্বইয়ের রঞ্জি দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে আসবে রোহিত। জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে রঞ্জিতে ও খেলতে কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়।

আগামী দিনে সেটা রোহিত নিজেই জানিয়ে দেবে আমাদের।" অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১-৩ ব্যবধানে সিরিজ হারের পর কোচ গৌতম গম্ভীর দলের সব ক্রিকেটারকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। গম্ভীর বলেছিলেন, "আমি সব সময় চাই সবাই ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলুক। ঘরোয়া ক্রিকেটকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। স্রেফ একটা ম্যাচ নয়। যারা আরও বেশি খেলতে পারবে এবং যাদের লাল বলের ক্রিকেটের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে তাদের সকলের খেলা উচিত। যদি আপনি ঘরোয়া ক্রিকেটকে গুরুত্ব না দেন, তা হলে টেস্ট ক্রিকেটে খেলার মতো ক্রিকেটার খুঁজে পাবেন না।"

নড়ে বসলেন রোহিত, মুম্বইয়ের রঞ্জি অনুশীলনে নামবেন ভারত অধিনায়ক

অস্ট্রেলিয়ার কাছে সিরিজ হারের পর ভারতের সিনিয়র ক্রিকেটারদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। দলের সিনিয়র ক্রিকেটারদের নিয়মিত ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে বলেছিলেন ভারতের কোচ। সেই হুঁশিয়ারিতে নড়ে বসলেন রোহিত শর্মা। মুম্বইয়ের রঞ্জি দলের অনুশীলনে যোগ দিচ্ছেন তিনি। তবে রঞ্জিতে খেলবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়।

মঙ্গলবার সকাল থেকে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রঞ্জির অনুশীলন শুরু করছে মুম্বই দল। সেখানে হাজির থাকবেন রোহিত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতির জন্য ইতিমধ্যেই বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্সের মাঠে অনুশীলন করছেন তিনি। এ বার মুম্বই দলের সঙ্গে অনুশীলন করবেন। রঞ্জিতে পরবর্তী ম্যাচে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে খেলবে মুম্বই। সে কারণে মাঠের মাঝের উইকেটে অনুশীলন করবে তারা। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা বলেছেন, "মুম্বই দলের অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছে রোহিত। তবে পরের রঞ্জি ম্যাচে ও খেলবে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলেননি। নির্দিষ্ট সময়েই সে কথা জানাবে।"

শেষ বার ২০১৫ সালে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে রঞ্জিতে খেলেছিলেন রোহিত। অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনটি টেস্টে মাত্র ৩১ রান করেছেন। সিডনিতে শেষ ম্যাচে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। ফর্মে ফিরতেই রঞ্জিতে খেলতে পারেন রোহিত। উল্লেখ্য, সিডনিতে হারের পর ভারতের কোচ গম্ভীর বলেছিলেন, "আমি সব সময় চাই সবাই ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলুক। ঘরোয়া ক্রিকেটকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। স্রেফ একটা ম্যাচ নয়। যারা আরও বেশি খেলতে পারবে এবং যাদের লাল বলের ক্রিকেটের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে তাদের সকলের খেলা উচিত। যদি আপনি ঘরোয়া ক্রিকেটকে গুরুত্ব না দেন, তা হলে টেস্ট ক্রিকেটে খেলার মতো ক্রিকেটার খুঁজে পাবেন না।"

কোচদের সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফুটবল কোচদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হতে যাচ্ছে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন থেকে প্রেরিত এক সার্কুলারে কোচ এডুকেশন বিষয়ক একটি আপডেট থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা গেছে। প্রথমত, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সার্টিফিকেট কোর্স চলবে ৬ দিনের জন্য। একইভাবে এএফসি ডিপ্লোমা কোর্সের সময়কাল ১২ দিন। এএফসি বি ডিপ্লোমা কোর্স দুটি মডিউলে হবে, প্রতিটি ১০ দিনের করে। এএফসি এ ডিপ্লোমা কোর্স তিনটি মডিউলে হবে, প্রতিটি ১০ দিন করে। এএফসি প্রো ডিপ্লোমা কোর্স পাঁচটি মডিউলে হবে, প্রতিটি বারো দিনের করে। এরপরও এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে হলে কোচ এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে যথারীতি যোগাযোগ করে জেনে নিতে বলা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পর রোহিতকোহলিদের পকেটে টান পড়ার সম্ভাবনা

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হারের পর নতুন নিয়ম আনতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। যে ক্রিকেটার যেমন খেলছেন, তিনি তেমন টাকা পাবেন। অর্থাৎ, অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ৩১ রান করা রোহিত কম টাকা পাবেন যশস্বী জয়সওয়ালের থেকে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সূত্রে খবর, এমনটা প্রস্তাব করা হয়েছে। এখনই এই নিয়ম চালু করা হবে কি না তা জানা যায়নি।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১-৩ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে হারের পর অধিনায়ক রোহিত শর্মা, কোচ গৌতম গম্ভীর এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের সঙ্গে বৈঠক করেন বোর্ডের কর্তারা। সেখানেই খেলতে না পারলে কম টাকা দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠেছে। মনে করা হচ্ছে তাতে, ক্রিকেটারেরা আরও বেশি দায়িত্ব নিয়ে খেলবেন। যে ভাবে বেসরকারি সংস্থায় কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি হয় তাঁদের কাজের নিরিখে, ভারতীয় বোর্ড তেমনই করার কথা ভাবছে।

গত বছর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড টেস্ট খেলার জন্য বেশি টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। যে ক্রিকেটার বছরে ৫০ শতাংশের বেশি টেস্ট ম্যাচে প্রথম একাদশে জায়গা করে নেবেন, তিনি ম্যাচ প্রতি ৩০ লক্ষ টাকা পাবেন। যে ক্রিকেটার ৭৫ শতাংশের বেশি ম্যাচ খেলবেন, তিনি ম্যাচ প্রতি ৪৫ লক্ষ টাকা করে পাবেন। টেস্ট ক্রিকেটের উন্নতির জন্য বোর্ড ৪০ কোটি টাকা খরচ করবে বলে ঠিক করেছিল। সেখান থেকেই ক্রিকেটারদের ওই টাকা দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। টি-টোয়েন্টি এবং আইপিএলের মাঝে ক্রিকেটারেরা লাল বলের খেলাকেও যাতে গুরুত্ব দেন, সেই কারণেই এমন ভাবনা ছিল বোর্ডের।

পর পর খারাপ পারফরম্যান্সের পর এ বার টাকা কেটে নেওয়ার কথাও ভাবছে বোর্ড। ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ০-৩ ব্যবধানে হেরে যায় ভারত। প্রথম বার ঘরের মাঠে কিউয়িদের বিরুদ্ধে হারে তারা। ১২ বছর পর দেশের মাটিতে কোনও টেস্ট সিরিজ হারতে হয় ভারতকে। এর পর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ১-৩ ব্যবধানে হার। যা বোর্ড ভাল ভাবে নিচ্ছে না।

বিসিসিআই আয়োজিত আম্পায়ার বিষয়ক সেমিনার ও পরীক্ষার নির্ঘণ্ট প্রকাশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্রিকেট আম্পায়ারদের পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজ এসেছে। তবে এই পরীক্ষার আগে চার দিনের একটি সেমিনারে আম্পায়ারদের ডেকে পাঠানো হবে অংশগ্রহণের জন্য। আয়োজক বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড থেকে এক বার্তায় চলতি ২০২৫ মরশুমে ক্রিকেট আম্পায়ার পরীক্ষার দিনক্ষণ ও প্রস্তুতির কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি অনুমোদিত ক্রিকেট সংস্থা হিসেবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন এর কাছে প্রেরিত চিঠিতে সর্বাধিক চারজন এমন আম্পায়ার কে পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে, শর্ত হিসেবে আম্পায়ারদের বয়স অনূর্ধ ৪৫ হতে হবে, ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখের হিসেবে।

তৎসঙ্গে অ্যাসোসিয়েশন স্তরের ক্রিকেট আম্পায়ারিং এর ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে দুই- তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। অনধিক চারজনের নাম অবশ্যই ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাঠাতে হবে। সঙ্গে ফটো আইডেন্টিটি প্রমান পত্র হিসেবে প্যান কার্ড, আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদির যে-কোনও একটি কার্ড সহযোগে। সেমিনারে আন্তর্জাতিক প্যানেল আম্পায়ার এবং আম্পায়ার কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করবেন। এই সেমিনার মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হবে। সেমিনারে ২০২৪-২৫ মরশুমে বিসিসিআই পরিচালিত খেলার অবস্থা, অনিবার্য কারণে ম্যাচ থেমে গেলে ওভারপ্রতি রানের গড় সমূহ বের করা, মাঠের সামগ্রিক বিষয় অবগত করানো নিয়ে আলোচনা হবে। আম্পায়ারদের পরীক্ষা নেওয়া হবে জুন মাস নাগাদ।

উল্লেখ্য, আম্পায়ারদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানোর ব্যবস্থা করলে স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় মানের আম্পায়ার রাজ্য ক্রিকেটের মান উন্নয়ন ও প্রসারে অনেকটা সহায়ক হবে।

দু'মাসে বদলে যাওয়া জীবন নিয়ে মুখ খুললেন নীতীশ রেড্ডি

গত বছরের আইপিএলে হায়দরাবাদের হয়ে ভাল খেলে নজর কেড়েছিলেন নীতীশ রেড্ডি। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে কোচ গৌতম গম্ভীর কার্যত জোর করেই তাঁর নাম ঢুকিয়েছিলেন দলে। নীতীশ আস্থার দাম রেখেছেন। অস্ট্রেলিয়া সফরে পাঁচটি ম্যাচেই খেলেছেন তিনি।

দু'মাসের বদলে যাওয়া জীবন নিয়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের ক্রিকেটার।

সমাজমাধ্যমে এ দিন একটি পোস্ট করেছেন নীতীশ। লিখেছেন, "অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট ম্যাচ দেখার জন্য অ্যালার্ম দিয়ে ভোরবেলায় ওঠা থেকে নিজেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গিয়ে খেলা, গত দু'মাসে একজন খেলোয়াড় এবং ব্যক্তি হিসাবে নিজের অনেক উন্নতি করার সুযোগ পেয়েছি। যে ভাবে চেয়েছিলাম সে ভাবে সিরিজ শেষ হয়নি ঠিকই। তবে আমরা শক্তিশালী হয়ে ফিরব।"

পার্থে টেস্ট অভিষেক হয় নীতীশের। তার পরে চারটে টেস্টেই খেলেন তিনি। মেলবোর্নে ভারত না জিতলেও নীতীশের শতরান নজর কেড়ে নেয়। তিনি গোটা সিরিজে ৩৭.২৫ গড়ে ২৯৮ রান করেছেন। বল হাতে ৪৪ ওভারে পাঁচটি উইকেট নিয়েছেন। নীতীশের শতরানের পর মেলবোর্নের গ্যালারিতে তাঁর বাবা মুতিয়ালাকে কাঁদতে দেখা গিয়েছিল।

গত বছর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। দিল্লির ম্যাচটিতে ৭৪ রান করেছিলেন। এ বার দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে নামবেন তিনি। সেটি শুরু ২২ জানুয়ারি থেকে। প্রথম ম্যাচ কলকাতা ইডেন গার্ডেন্সে।

রঞ্জির প্রস্তুতি ছেড়ে আইপিএলের নেটে

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কড়া নির্দেশ দিয়েছে ক্রিকেটারদের। গুরুত্ব দিতে হবে ঘরোয়া লাল বলের ক্রিকেটকে। জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য সব ক্রিকেটারকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশিকা ভেঙেছেন দিল্লির উইকেটরক্ষক ব্যাটার অনুজ রাওয়াত। রাজ্য দলের রঞ্জির প্রস্তুতি শিবির ছেড়ে আইপিএলের দলের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন তিনি। এই কাজ করে বিপাকে গৌতম গম্ভীর, বিরাট কোহলিদের রাজ্য দলের ক্রিকেটার। এর আগে বোর্ডের নির্দেশ না মেনে শাস্তি পেয়েছিলেন দুই 'অবাধ্য' ক্রিকেটার ঈশান কিশন ও শ্রেয়স আয়ার। সেই তালিকায় এ বার অনুজ।

দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে রঞ্জির প্রস্তুতি সারছে দিল্লি। সামনেই সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের খেলা। সেখানে যোগ না- দিয়ে সুরাতে চলে গিয়েছেন অনুজ। সেখানে প্রস্তুতি শিবির শুরু করেছে গুজরাত টাইটান্স। এ বার নিলামে গুজরাত কিনেছে অনুজকে। লাল বলের ক্রিকেটকে গুরুত্ব না দিয়ে আইপিএলকে গুরুত্ব দিয়েছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার।

গুজরাত একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, আইপিএলের অনুশীলন শুরু করেছে তারা। সেখানে অনুজ ছাড়াও ইশান্ত শর্মা, জয়ন্ত যাদব, কুমার কুশাগ্র, মহিপাল লোমরোর ও আরশাদ খানের মতো ক্রিকেটার যোগ দিয়েছেন। ইশান্তও দিল্লির ক্রিকেটার। কিন্তু তাঁর আর ভারতীয় দলে ফেরার তেমন সম্ভাবনা নেই। সেই কারণে তিনি দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার অনুমতি নিয়েই আইপিএলের দলে যোগ দিয়েছেন।

তবে অনুজ অনুমতি নিয়েছেন কি না, সেই বিষয়ে কিছু জানাতে পারেননি দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার সচিব অশোক শর্মা। তিনি বলেন, "রঞ্জির শিবির ছেড়ে আইপিএলের দলে যোগ দেওয়ার অনুমতি অনুজ চেয়েছে কি না তা আমি জানি না। নিয়ম অনুযায়ী ওর অনুমতি নেওয়ার কথা।

আমাদের এখনও দুটো রঞ্জি ম্যাচ বাকি। আমি জানি না রঞ্জির শিবির ছাড়ার অনুমতি অনুজকে কে দিল।"

যদি অনুজ কারও অনুমতি না নিয়ে আইপিএলের দলে যোগ দেন, তা হলে শাস্তি পেতে পারেন তিনি। বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্য দল থেকে বাদ পড়তে পারেন তিনি। সে ক্ষেত্রে অনুজের জাতীয় দলে ঢোকার স্বপ্ন ধাক্কা খেতে পারে। এখন দেখার এই বিষয়ে দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা কী সিদ্ধান্ত নেয়।

বিজয় হাজারেতে সেঞ্চুরির নয়া রেকর্ড করুণ নায়ারের, আর কতদিন 'ব্রাত্য' ?

: প্রায় আট বছর তিনি জাতীয় দলের বাইরে। কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর রানের গতি থামেনি। এবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে নয়া নজির গড়লেন করুণ নায়ার। অনবদ্য সেঞ্চুরি করে বিদর্ভকে সেমিফাইনালে তুলেছেন। তারপরই সোশাল মিডিয়ায় প্রশ্ন, জাতীয় দলে আর কতদিন 'ব্রাত্য' থাকতে হবে করুণ নায়ারকে?

বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিদর্ভ দলের অধিনায়ক তিনি। কোয়ার্টার ফাইনালে রাজস্থানের ২৯১ রান তাড়া করতে নেমে করুণ ১২২ রান করেন। অন্যদিকে ধ্রুব শোরেও অপরাজিত থাকেন ১১৮ রানে। ৯ উইকেটে ম্যাচ জেতে বিদর্ভ। তবে শুধু এই ম্যাচে নয়, বিজয় হাজারে ট্রফিতে পাঁচটি সেঞ্চুরি হয়ে গেল করুণের। ৬টি ম্যাচে তাঁর পরিসংখ্যান অনেকটা এরকম- ১১২*, ৪৪, ১৬৩*, ১১১*, ১১২, ১২২*। অপরাজিত থাকায় গড় ৬৬৪!

বিজয় হাজারে ট্রফিতে এর আগে একটি মরশুমে পাঁচটি সেঞ্চুরি ছিল নারায়ণ জগদীশনের। সেই রেকর্ড স্পর্শ করলেন ৩৩ বছর বয়সি করুণ। দীর্ঘদিন কর্ণাটকের হয়ে খেলার পর ২০২৩ সাল থেকে তিনি বিদর্ভের হয়ে খেলা শুরু করেন। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "প্রায় ৬-৭ মাস আমি কোনও ক্রিকেট খেলতে পারিনি। তারপরই বিদর্ভে চলে আসি। আমি প্রচুর রান করতে চাইছিলাম। তার জন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।"

সেই কাজটা ধারাবাহিকভাবে করে চলেছেন করুণ। পাঁচ সেঞ্চুরির পর সমর্থকদের বক্তব্য, কেন ভারতীয় দলে সুযোগ পাবেন না করুণ? ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ত্রিশতরান আছে তাঁর। বর্ডার গাভাসকর ট্রফির ব্যর্থতার পর করুণকে দলে ফেরানোর বার্তা ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে।

কোহলি-রোহিতদের বিদেশ সফরে অনুষ্কা-রিতিকাদের উপর কোপ ?

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হার মেনে নিতে পারছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর হতে চাইছে তারা। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে ১-৩ হারের পর তাই ক্রিকেটারদের পরিবার নিয়েও নিয়ম আনতে চাইছে বোর্ড।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বেশির ভাগ ক্রিকেটারই ব্যর্থ হয়েছেন। তার পরেই তাঁদের বিরুদ্ধে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবছে বোর্ড। ইন্ডিয়া টুডে সূত্রের খবর, আগামী দিনে বিদেশ সফরে ক্রিকেটারদের পরিবারের লোকজনকে পুরো সফরে রাখতে না-ও দেওয়া হতে পারে। ৪৫ দিনের সফরে হয়তো ১৪ দিনের জন্য থাকতে দেওয়া হল। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফিতে বিরাট কোহলি এবং লোকেশ রাহুলের স্ত্রীকে সব ম্যাচেই মাঠ দেখা গিয়েছিল।

নিউ জিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হারের পর সহকারী কোচদের নিয়েও সিদ্ধান্ত নিতে পারে বোর্ড।

গ্রামীণ ঐতিহ্যের পৌষ পার্বণে নগর - কীর্তন চেনা ছন্দে আজও বহমান বাংলার সংস্কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ জানুয়ারি: বাংলা বর্ষের ক্যালেন্ডারে পৌষ মাসের শেষ দিন। বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণের অন্যতম উৎসব। পৌষ পার্বণ, ঘরে ঘরে পিঠে পুলির দারুন আয়োজন। সাধ্য মতো বাঙালির প্রতি ঘরেই এই আয়োজনে পারস্পরিক মেলবন্ধনে সামিল হয় আপামর সাধারণ মানুষ। এই পার্বণের অন্যতম আকর্ষণীয় আয়োজন গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারা বাড়ি বাড়ি নগর কীর্তণ।

আট থেকে আশি, কিশোর কিশোরী সহ প্রবৃদ্ধরাও সুসজ্জিত হয়ে নগর কীর্তণে গা ভাসান। সমাজের প্রতিটি এলাকার প্রত্যেক পাড়া মহল্লায় দলে দলে খোল করতাল সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নগর কীর্তণ অনুষ্ঠিত হয়। জনে জনে মেঠোপথে আওয়াজ তুলেন "হরির লুট পইরাছে সম্মুখেতে লও লুটে' লুট লুট রে ভাই হরি বল রে." সেই বাল্যকাল থেকেই আজো পৌষের সংক্রান্তিতে পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে নগর কীর্তনের রেওয়াজ চলছে। এ যে বাঙালির কত বড় ঐতিহ্য, ধর্মে আবদ্ধ হয়ে পড়ায় তা ধরা পড়ে সেই দিনে। কীর্তনকে কোনো ভাবেই ধর্মের বাইরে ভাবা যায় না।প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির সকালে পদ-কীর্তন শুরু হয়।

গ্রাম থেকে শহরের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ একসঙ্গে গলা মেলান। লুটের প্রসাদ কুড়িয়ে নিতে করেন কাড়াকাড়ি। প্রায় মাসাধিককাল আগে থেকেই কীর্তন নিয়ে ভিন্ন ভাবনায় কাজ শুরু হয়ে যায় পাড়ায় পাড়ায়। ছোট-বড় ধনী-দরিদ্র মধ্যবিত্ত সমাজকেও কীর্তনে সামিল করা হয়। আগাম প্রস্তুতিতেই পৌষ সংক্রান্তির সকালে বেরিয়ে পড়েন সবাই। আবাল বৃদ্ধ বনিতারা বিভিন্ন রঙ্গে সজ্জিত হয়ে শ-দেড়েক লোক কীর্তনে শামিল হয়।খোল-করতাল, হারমোনিয়াম, চন্দনের ফোঁটা, হরিধ্বনি, প্রসাদ বিতরণ, খিচুড়ি পরিবেশন সবই থাকে এই পার্বনে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আধুনিকতার ছোঁয়ায় অনেকটাই যেন হারিয়ে যেতে বসেছে পৌষ সংক্রান্তির নগর কীর্তন। আজকাল নগরকীর্তনে আগেকার মত আর সেই প্রাণের ছোঁয়া নেই। কীর্তন বলতে শুধু নাম সংকীর্তনকেই অনেকাংশে পুঁজি করে চিরাচরিত রীতিকে ধরে রাখতে হচ্ছে। কীর্তনীয়া এখন আর সেই আগেকার মতো নেই। আগে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে রাজপথ ধরে কীর্তন যেত, বাড়িঘর থেকে মানুষ বেরিয়ে লুট দিতেন। শহর এলাকায় এখন আর তেমনটা চোখে পড়ে না। ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে সামিল তবুও গ্রামীন কীর্তনীয়া গ্রামবাসীরা। আগেকার দিনে' অনেক কিশোর-কিশোরীও কীর্তন করে পথে হেঁটেছে। কিন্তু এখন অনেকটাই উধাও।

এধরনের সাংস্কৃতিক পরম্পরা জিইয়ে রাখা জরুরি বলে প্রবীনদের অভিমত। 'হরির লুট পইরাছে সম্মুখেতে লও লুটে' এবং 'গৌর চলছে ব্রজনগরে, জয় রাধা শ্রীরাধার নাম লয়ে। গৌর চলে আগে আগে নিতাই চলে পাছে। জয় রাধা শ্রীরাধার নাম লয়ে।"ধর্মীয় আচারের বাইরে বেরিয়ে কীর্তনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এ আমাদের সংস্কৃতি। এ আমাদের সঙ্গীত। এতে সর্বস্তরের লোক যোগদান করা কাম্য।" সে জন্যই আমাদের বেশি করে যোগ দেওয়া প্রয়োজন। তবেই সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবেন, কীর্তনের গুরুত্ব। প্রবীন কীর্তনীয়া বলেন, "আমরা পরম্পরা রক্ষা করতে চাই। একই সঙ্গে শহর ও শহরতলির মানুষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও আমাদের লক্ষ্য।" তাঁর বক্তব্য, কীর্তনের মাধ্যমে চৈতন্যদেব কুসংস্কার দূর করা এবং মানুষের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করে গিয়েছেন। এতে শুধু বাংলা নয়, ভারতের নানা অঞ্চলের সংস্কৃতির গতিপথ প্রভাবিত হয়। ফলে কীর্তন সামাজিক ঐক্যের অন্যতম মাধ্যম। গ্রাম-শহরকে একাকার করে দিতে হবে। তবেই পৌষ পার্বণে নগর কীর্তণের প্রকৃত সার্থকতা মিলবে।

পৌষ সংক্রান্তি দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতির এক বহমান পরম্পরা : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি: পৌষ সংক্রান্তি ভারতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির এক বহমান পরম্পরা ধারা। পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পরম্পরাগত ভাবে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় মেলা ও উৎসব। রাজ্য সরকার এ সমস্ত মেলা ও উৎসব আয়োজনে সহযোগিতা করে আসছে। গতকাল তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে সোনামুড়া মহকুমার বটতলীতে দু"দিনব্যাপী পৌষ সংক্রান্তি মেলার উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশ ও রাজ্য বহু ভাষাভাষী এবং ধর্মের মানুষের মিলন ক্ষেত্র। রাজ্যের সকল অংশের মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিকশিত ভারত গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই লক্ষ্যে বর্তমান রাজ্য সরকার বিকশিত ত্রিপুরা গড়ার জন্য কাজ করছে। এই কাজে রাজ্যের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের অংশগ্রহণ জরুরী। সরকার চাইছে প্রবৃদ্ধির জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। অনুষ্ঠানে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া পৌষ সংক্রান্তি মেলার ঐতিহ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরে বিস্তৃত আলোচনা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক কিশোর বর্মণ, এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা, জমাতিয়া হদা জ্যোতিষ জমাতিয়া, নোয়াতিয়া হদা প্রভারায় নোয়াতিয়া, ত্রিপুরী হদা পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেলা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক তথা নলছড় ব্লকের বিডিও সুরঞ্জিত সরকার। উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া মহকুমা মহকুমা শাসক মহেন্দ্র কাম্বে চাকমা, চন্দনমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীল চন্দ্র দাস, প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিঞা প্রমুখ।

পুলিশের মারে আহত যান চালক, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জানুয়ারি: সোমবার গভীর রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট পৌষ সংক্রান্তি মেলার রাতে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে কর্তব্যরত এক পুলিশ অফিসারের রোশ এবং ক্ষোভের মুখে গুরুতর আহত হলেন এক যান চালক, এমনই অভিযোগ।

পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাট ব্যারেজ প্রাঙ্গণে দুদিনব্যাপী মেলার পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন ব্যাবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। সেই সুবাদে পূর্ণার্থীরা যাতে স্বাভাবিকভাবে জাতীয় সড়কে চলাফেরা করতে পারে সেইজন্য মেলার দুই প্রান্তে বসানো হয়েছিল পুলিশের ব্যাবস্থাপনায় নো-অ্যান্টি। ফলে রাস্তার দুই প্রান্তে দূর দুরান্ত থেকে আসা দূরপাল্লার লরি সহ বিভিন্ন যানবাহন আটকে পড়ে যায়। সেই সময় নো-অ্যান্টি তে আটকে পড়া টি আর ০১ এ ০১৬৪৭ নম্বরের গাড়িতে থাকা চালক শেখর বণিকের সাথে তেলিয়ামুড়া থানার এস.আই রামকৃষ্ণ দাস বাক বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, এস.আই রামকৃষ্ণ দাস গাড়ির দরজার মধ্যে আঘাত করে, চালকের কাছে ঘুষ দেওয়ার দাবি করে। চালক শেখর বনিক ঘুষ দিতে অস্বীকার করায় তলপেটে প্রচন্ডভাবে লাথি মারে তাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শেখর। দমকল কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে চালক শেখর বণিক"কে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর চালক শেখর বণিক"কে ছেড়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বিগত কিছু মাস পূর্বে এস.আই রামকৃষ্ণ দাস"কে থানা চত্বরে মদমত্ত অবস্থায় কালী পূজার সময় উশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করার ফলে তেলিয়ামুড়া থানার তৎকালীন ওসি সুব্রত চক্রবর্তী ত্রিপুরা পুলিশ অ্যাক্ট ৯০ ধারায় আটক করেছিল এবং দপ্তরের তদন্ত শেষে সাসপেনশন করা হয়েছিল।

সম্পন্ন হল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ত্রিপুরা প্রদেশের ২৭ তম অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ত্রিপুরা প্রদেশের ২৭ তম অধিবেশনের সম্পন্ন হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উক্ত অধিবেশনের শুভ উদ্বোধন করেছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, এভিবিপির রাষ্ট্রীয় সহ সভাপতি মন্দার ভানুশে, প্রদেশ সভাপতি ডক্টর দেবরাজ পানিগ্রাহী, প্রদেশ সম্পাদক গৌরব দাস সহ অন্যান্যরা।

জানা যায় এই ত্রি দিবসীয় অধিবেশনটি ৩ জানুয়ারি থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭তম প্রদেশ অধিবেশন উদ্বোধনের পর উপস্থিত অতিথিরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

এই অধিবেশনে সাধারণত ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা, আন্দোলন, শিক্ষা নীতি, জাতীয় উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ধর্মনগরে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে ছাত্রসমাজের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এই অধিবেশনে ছাত্র নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ, সাংগঠনিক কার্যক্রম এবং জাতীয় বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এই অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে কার্যকর্তাদের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর আওতায় ছিল ব্যক্তিত্ব বিকাশ, সাংগঠনিক দক্ষতা, নেতৃত্ব ট্রেনিং ইত্যাদি। এছাড়াও অনুষ্ঠিত হয়েছে এক শোভাযাত্রা। যাতে প্রায় ১০০০ কার্যকর্তা অংশগ্রহন করেন।

প্রদেশ অধিবেশনে সংগঠনের রাজ্যস্তরের নেতৃবৃন্দ এবং সদস্যরা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সাধারণত শিক্ষা, ছাত্র আন্দোলন, সামাজিক বিষয়াবলী, এবং জাতির উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। প্রদেশ অধিবেশনে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয় এবং ছাত্র সমাজের ভূমিকা কী হতে পারে তা নিয়ে পরিকল্পনা মূলক আলোচনা করা হয়। এছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের অধিকার, এবং শিক্ষায় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত বক্তারা বলেন প্রদেশ অধিবেশন সাধারণত ছাত্রদের মধ্যে ঐক্য, দেশপ্রেম, এবং সমাজসেবা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে থাকে।

মকর সংক্রান্তি উৎসব পালিত তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জানুয়ারি: পৌষ সংক্রান্তি কিংবা মকর সংক্রান্তি উৎসব প্রতিটা বাঙালি মননে চিরাচরিতভাবে উন্মাদনা তৈরি করে। এই উন্মাদনা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে যখন সংক্রান্তির দিনে সবাই মিলে বাড়ি বাড়ি নগর কীর্তন সংগঠিত করা হয়। প্রতিবছর শহর থেকে নগর গ্রাম থেকে প্রান্তর সব জায়গাতেই নগর কীর্তন এর এই উজ্জীবিত ছবি জানান দেয় আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে বহন করে চলেছি বলিষ্ঠ ভাবে। একই রকম ছবি পরিলক্ষিত হয়েছে তেলিয়ামুড়া করিলং শান্তিনগর সহ বিভিন্ন এলাকাতে।

দুপুর হতে না হতেই নারী-পুরুষ সম্বলিত আবাল বৃদ্ধ বনিতারা সম্মিলিতভাবে জগত সংসারের মঙ্গল কামনায় বাড়ি বাড়ি হরি ধ্বনি সহ নগর কীর্তন সংগঠিত করছেন। এই উদ্বেলিত ছবির জন্যই অপেক্ষায় থাকতে হয় গোটা একটা বছর এবং প্রত্যাশা থেকে আসছে বছর আবার সবাই মিলে নগর কীর্তন এর মাধ্যমে প্রতিটা প্রান্তরকে মুখরিত করা হবে। যতই আমরা আধুনিক হই না কেন তেলিয়ামুড়া সহ বিভিন্ন গ্রামীণ জনপদের এই নগর কীর্তন গুলো বারবার প্রমাণ করে আমরা আমাদের চিরাচরিত সংস্কৃতিকে রক্ষা করে চলেছি বহাল তবিয়তে।

ভীষ্মদেব স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন পারিজাত দত্ত

আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি।। ছোটগল্পের জন্য এ বছর ত্রিপুরা সরকারের মর্যাদাপূর্ণ ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট গল্পকার পারিজাত দত্ত। প্রতি বছর বাংলা ও ককবরক ছোট গল্পে অসামান্য অবদানের জন্য এ পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় ছোট গল্পের জন্য ২০২২ সালে সাহিত্যিক মিলন কান্তি দত্ত এই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। দু"বছর পর এবার বাংলা ভাষায় ছোট গল্পের জন্য

এই পুরস্কার পাচ্ছেন পারিজাত। আগামীকাল বইমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। পারিজাত দত্তের ১০০ টিরও বেশি গল্প এ যাবত প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্রে তার প্রথম প্রকাশিত গল্প দৈনিক সংবাদ পত্রিকায়। ১৯৯৪ সালে এই পত্রিকায় তার "স্বপ্নভঙ্গ" গল্প প্রকাশিত হয়। তার একাধিক সাড়া জাগানো গল্প পাঠকদের চমৎকৃত করেছে। রাজ্যের প্রথম সারির দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে এবং বহির্রাজ্য থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র সহ বিভিন্ন ম্যাগাজিন, এ রাজ্যের বিভিন্ন পুজো সংখ্যাগুলিতে তার গল্প নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন গল্প সংকলনের তার ছোট গল্প রয়েছে। ত্রিপুরা দর্পণ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শুভাশিস তলাপাত্র সম্পাদিত "অস্থির অশ্বক্ষুর" গল্প সংকলনে তার "ওরা কেউ ভালো নেই" গল্পটি পাঠক মহলে আদৃত। আনন্দবাজার পত্রিকায় "কাঠিবাজি" গল্প ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। দেশ ম্যাগাজিনে "একটি কবিতার জন্ম" (২০২১) এবং বাতিল টর্চ (২০২২)নামে তাঁর ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। আনন্দমেলায় "জঙ্গলে নবেন্দু" (২০২৩), সানন্দা ম্যাগাজিনে দূর্বা ও একঝাঁক প্রজাপতি (২০১৬), দৈনিক সংবাদ, স্যন্দন, ত্রিপুরা দর্পণ, পূর্বাভাস, ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ পত্রিকা, দৈনিক আরোহণ পত্রিকা ইত্যাদির পূজা স্যুভেনিরে এবং লিটল ম্যাগাজিনে তার গল্প নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। গল্পকার অলক দাশগুপ্তের সঙ্গে যৌথভাবে তার একমাত্র গল্প সংকলন "যৌথ খামার" ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরা সরকারের গোমতী সাহিত্যপত্রেও তার একাধিক গল্প প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য তাঁর প্রথম গল্প "বিপ্লব" ১৯৯৩ সালে আগরতলায় ওয়েস্টার্ন ক্লাবের একটি পূজা স্যুভেনিরে প্রকাশিত হয়েছিল। আখ্যানের বিকেলের উদ্যোগে সাহিত্য অকাদেমির সহযোগিতায় নেকল এর সভাগৃহে সম্প্রতি তার গল্প "বাতিল টর্চ " পাঠ করা হয় এবং তার উপর মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। ২০২৪ সালে বইমেলায় "আমাদের কফি হাউজ" এর পক্ষ থেকে পারিজাত দত্ত কে দীনবন্ধু আচার্য স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। ইতিপূর্বে মানসী সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে তাকে ডঃ ব্রজগোপাল রায় সাহিত্য পুরস্কার, বিটিভির উদ্যোগে সাংবাদিকতার জন্য বিশেষ পুরস্কার সহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। নব চন্দনা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত "ত্রিপুরার সংবাদপত্রের ইতিহাস", ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুটি ও মালবাহী গাড়ির সংঘর্ষ আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি: স্কুটি ও তিন চাকার মালবাহী গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে মহিলা সহ চারজন ব্যক্তি। ওই ঘটনায় মেলাঘর-সোনামুড়া ইন্দিরা নগর পচামার ঘাট রাস্তার মাথায় মূল সড়কে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাথে সাথে দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে মেলাঘর- সোনামুড়া ইন্দিরা নগর পচামার ঘাট রাস্তার মাথায় মূল সড়কে স্কুটি ও তিন চাকার মালবাহী গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে মহিলা সহ চারজন ব্যক্তি। এর মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয়রা দমকলকর্মীদের খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

দুষ্কৃতীর আক্রমণের শিকার রিক্সা চালকের পরিবার, মামলা

আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি: গতকাল রাতে নিরীহ রিক্সা চালক শ্রীনাথ ঘোষ এবং তার পরিবারের উপর প্রানঘাতী আক্রমণ করে বিজেপি দুষ্কৃতীরা। এমনটাই অভিযোগ তুলে নিরীহ পরিবারের সদস্যরা থানায় মামলা দায়ের করেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল গভীর রাতে বড়জলা কল্যাণপুর এলাকাশ সমীর নমঃশুদ্র, রঞ্জিত শীল এবং রাজু বিশ্বস নিরীহ রিক্সা চালক শ্রীনাথ ঘোষের রিক্সাতে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনা টের পেয়ে শ্রীনাথ ঘোষের ছেলে প্রবীর ঘোষ দুষ্কৃতীদের মুখোমুখি হলে দুষ্কৃতীরা তাকে হুমকি দেয় এবং বাড়িতে দুই বোন এবং তার মাকে গালিগালাজ করে। আজ সকালে শ্রীনাথ ঘোষের ছেলে প্রবীর ঘোষ রামনগর ফাঁড়িতে মামলা দায়ের করে বাড়ি ফেরার পথে আবারো বিজেপি দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বলেও অভিযোগ।প্রবীর ঘোষের মাথায় দা দিয়ে কোপ মারে রঞ্জিত শীল, রাজু বিশ্বাস এবং সমীর নমঃশুদ্র। প্রবীর ঘোষের বাবা রিক্সা চালক শ্রীনাথ ঘোষ বাঁধা দিতে আসলে তাকেও দা দিয়ে পায়ে আঘাত করে এই দুষ্কৃতীরা। এমনকি শ্রীনাথ ঘোষের দুই মেয়ে এবং স্ত্রী কে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে এবং দুই মেয়েকে মাথায় এবং পায়ে আঘাত করে বিজেপি দুষ্কৃতী রঞ্জিত শীল, সমীর নমঃশুদ্র এবং রাজু বিশ্বাস। ইতিমধ্যেই এই তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে পুলিশ।শ্রীনাথ ঘোষের ছেলে প্রবীর ঘোষ অভিযোগ করেন, ওই এলাকায় বিজেপির বুথ সভাপতি চন্দন সরকার এসব দুষ্কৃতীদের ইন্ধন দেয় এবং তাই এরা এলাকায় এসব সন্ত্রাস করে বেড়ায়।বর্তমানে নিরীহ রিক্সা চালক শ্রীনাথ ঘোষ এবং তার পরিবার নিজে বাড়িতে থাকতেই আতঙ্কে ভুগছে।

দেশের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের ১৫০ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি: আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্র আগরতলার উদ্যোগে ,ভারত আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগের ১৫০ বছর পূর্তির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হিসেবে আজ এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এর মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ভারত মণ্ডপম নয়া দিল্লিতে। এতে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উপস্থিত ছিলেন ভূবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিংহ এবং বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মহাসচিব প্রফেসর সেলেস্টি সাউলো।

এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আজ আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্র আগরতলায় বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষ আকর্ষণ ছিল নয়া দিল্লির অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের আবহাওয়া বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা ও অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের সম্বর্ধনা প্রদান। দফতরের বিভিন্ন বিভাগে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য কর্মচারীদের পুরস্কৃত করা হয়। এই অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ রাখেন আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্র আগরতলার প্রমুখ ডক্টর পার্থ রায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রুমা পাল এবং অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন সূর্য কুমার ব্যানার্জী। এই অনুষ্ঠানে সকল আধিকারিক এবং কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের জালে বিশ্রামগঞ্জের যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি : সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে পশ্চিমবঙ্গের এক যুবতীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকার বাসিন্দা দেবাশিস সূত্রধরের। পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে ভিডিও কলের বিভিন্ন ধরনের ছবি স্ক্রিনশট নিয়ে ওই যুবতীকে ব্ল্যাকমেইলিং করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে মামলা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন বিবেকানন্দ রোড এলাকার বাসিন্দা দেবাশিস সূত্রধরের সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে পশ্চিমবঙ্গের এক যুবতীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন তাদের ফোনে কথা হয়। এমনকি ভিডিও কলের মাধ্যমেও বহুবার কথা হয়েছিল তার। ওই সময় বেশ কিছু ছবি স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছিল সে। পরবর্তী সময়ে ওই ছবিগুলোর ভয় দেখিয়ে মেয়েটিকে ব্লাকমেইল করতে শুরু করে দেবাশীষ। এভাবে অনেক টাকা মেয়েটির থেকে হাতিয়ে নেয় সে। এই অভিযোগে বাগুইহাটি থানায় তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে মেয়েটি।

বিশ্রমগঞ্জ পুলিশ থেকে জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গের বাগুইহাটি থানার পুলিশ এই মামলা সম্পর্কে বিশ্রামগঞ্জে এসে এই সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে থানায় জানিয়েছেন। অভিযুক্ত দেবাশীষ সূত্রধরকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে বাগুইহাটি থানা পুলিশকে সহযোগিতা করেছে বিশরামগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিক। দুই থানার প্রচেষ্টায় ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

রাজ্যজুড়ে ব্যাপক উৎসাহে পালিত পৌষ সংক্রান্তি

আগরতলা, ১৪ জানুয়ারি: পৌষ সংক্রান্তির দিন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সকাল সকাল দেশ ও সমাজের মঙ্গল কামনায় নগর হরিনাম সংকীর্তনে বের হয়। উদ্দেশ্য একটাই সমাজের সকল স্তরের মানুষের মঙ্গল কামনা করা। বাঙ্গালীর ১২ মাসে ১৩ পার্বণের মধ্যে একটি হল পোষ সংক্রান্তি। পৌষ সংক্রান্তির দিন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সকাল সকাল দেশ ও সমাজের মঙ্গল কামনায় নগর হরিনাম সংকীর্তনে বের হয়। উদ্দেশ্য একটাই সমাজের সকল স্তরের মানুষের মঙ্গল কামনা করা। বাড়ির উঠানে আলপনা আঁকা হয়। তারপর ধূপ ধুনা পুষ্প দিয়ে প্রার্থনা করা হয়। প্রত্যেক বছর পোষ সংক্রান্তির দিনে এলাকার নবীন-প্রবীণ সকলে একত্রিত হয়ে হরিনাম সংকীর্তন এবং লুট সংগ্রহ করতে বের হয়। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। হরিনাম সংকীর্তন সহকারে লুট সংগ্রহ করতে এই বছর লঙ্কামুড়া এলাকার নবীন-প্রবীণ সকল অংশের মানুষ একসাথে বের হয়।ওই এলাকার এক প্রবীণ ব্যাক্তি জানান, দেশ ও সমাজের মঙ্গল কামনায় প্রত্যেক বছর হিন্দুশাস্ত্র মোতাবেক তারা হরিনাম সংকীর্তন সহকারে লুট সংগ্রহ করতে বের হন। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এইবছরও ওনারা হরিনাম সংকীর্তন সহকারে লুট সংগ্রহ করতে বের হয়েছেন।

আজ মকর সংক্রান্তির পবিত্র দিনে সকাল থেকে পিঠে পুলির আয়োজন শেষ করে আবাল বৃদ্ধ বণিতা ৮ থেকে ৮০ খোল, কাঁসা করতাল নিয়ে যে যার মতো করে পাড়ায় পাড়ায় হরিনাম সংকীর্তনে সামিল হন। এমন দৃশ্য দেখা গেল শহর সংলগ্ন লঙ্কামুড়া এলাকায়। পড়ার ছোট ছেলে মেয়েরা সহ মহিলা পুরুষ সামিল হন মকর সংক্রান্তির পবিত্র দিনে হরির লুট সংকীর্তনে। সবাই কর্ম ব্যস্ত। এই একটা দিন সবাই পাড়ায় পাড়ায় হরিনাম সংকীর্তনে সামিল হন দেখা হচ্ছে সবার সাথে। মত বিনিময় করছে। যেন মিলন মেলা। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নিজস্ব ব্যগ নিয়ে আনন্দে তিল্লাই, বাতাসা, কদমা, কমলা, আপেল লুট ধরে ব্যগে পুরছে। সংকীর্তন চলবে রাত পর্যন্ত। কীর্তন যাচ্ছে বাড়ী বাড়ী। এখনও অপেক্ষা করছে বহু গৃহস্থ।বাড়িতে বানানো সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর পিঠে বানানোর আয়োজনে বাঙালি কি ক্রমেই অলস হয়ে পড়ছে। তাই মিষ্টির দোকানে ভিড় করছে শহরতলীর সাধারণ জনগণ। প্রসঙ্গত, বাঙালিদের মধ্যে পৌষ সংক্রান্তি এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। বিশেষ করে কৃষিজীবী সমাজের জন্য এই উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। এই দিনটি বাঙালিরা বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করে। এই দিনটি উত্তরায়ণের সূচনা বোঝায়, অর্থাৎ সূর্য্য দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণে আসে। শীতকালীন ফসল তোলার পর এই উৎসব পালিত হয়। আকাশে রঙিন ঘুড়ি উড়িয়ে এই উৎসবকে আরও আনন্দময় করা হয়। এই উৎসব পরিবার-বন্ধুদের মধ্যে সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। পৌষ সংক্রান্তি মানেই পিঠে। নানা রকমের পিঠে তৈরি করা হয় এবং পরিবার-বন্ধুদের সাথে ভাগ করে খাওয়া হয়। পৌষ সংক্রান্তির বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।ব্যস্ত দৈনন্দিন জীবনে খন রকমারি পিঠে বানানো খুবই ঝক্কির কাজ হয়ে উঠেছে। তাই পৌষ পার্বণে পিঠে-পুলি খাওয়ার ইচ্ছা হলে মিষ্টির দোকানে ভিড় করছে শহরতলীর সাধারণ জনগণ। তাই পৌষ সংক্রান্তিতে নিয়ম রক্ষার ক্ষেত্রেও ভরসা দোকানই।

এদিকে মিষ্টির দোকানে দেদার বিকচ্ছে পাটিসাপ্টা, দুধপুলি থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন পিঠে। ভাজা পুলি। মিষ্টির দোকানিরা জনগণের উদ্দেশ্যে সাজিয়ে রেখেছেন বিভিন্ন রকমের পিঠে। কিন্তু বাঙালির পৌষ সংক্রান্তি মানেই হাড় কাঁপানো শীতে পায়েস পিঠে পুলি। অথচ পিঠে খাওয়ার মজার আনন্দে ভাগ বসিয়েছে গতিশীল ব্যস্ত জীবন। তাই মিষ্টির দোকানই যেন একমাত্র ভরসা। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সকাল থেকে মিষ্টির দোকানে ভিড় লক্ষ্য করা হয়েছে। তবে কি পিঠে-পুলি, বাঙালি কি ক্রমেই অলস হয়ে পড়ছে?

এদিকে, কিছু বাড়িতে দেখা গেছে পৌষ সংক্রান্তির ব্যস্ততা। রকমারি পিঠে তৈরি করে এই বিশেষ দিনের আনন্দ নিচ্ছেন অনেকেই।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।